পলাশী-সূচনা।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস।)

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

হিতবাদী পুস্তকালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

সন ১৩১৭ সাল।

মূল্য আট আনা মাত্র।

৺পিতৃদেবের

উদ্দেশে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত হইল।

নিবেদন।

পলাশী-সূচনা প্রথমে "মন্দাকিনী" নাম ধারণ করিয়া 'অবসর' নামক মাসিক পত্রে ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশিত হয়। 'মন্দাকিনী'তে পলাশী-সূচনার ভিত্তি স্থাপিত হয়, সেই ভিত্তির উপর পলাশী-সূচনা নবাকারে নির্ম্মিত হইল। ইহা চিত্তাকর্ষক হইয়াছে কি না, তাহার বিচার জনসাধারণেই করিবেন।

পলাশী-সূচনায় যে সকল চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা কতক ঐতিহাসিক, কতক কাল্পনিক। মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা—ইতিহাস ও কল্পনার সংমিশ্রণে সুন্দর'ভাবে সৃষ্ট করিবার নিমিত্ত আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছি। যেখানে ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবলম্বিত হইয়াছে, তথায় কল্পনার ছায়ায় তাহা বিকৃত হইতে দিই নাই। ইহাতে যে ইংরেজ বণিকদিগের চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার সহিত বর্ত্তমান ইংরেজরাজ বা জাতির কোন সংস্রব নাই। যাঁহারা সেই সময়ের ইংরেজ বণিকসম্প্রদায়ের কর্ত্তৃক "কলিকাতার দুর্গসংস্কার, কৃষ্ণবল্লবকে আশ্রয় প্রদান, উমিচাঁদের গৃহদাহ প্রভৃতি ঘটনা সম্বন্ধে দোষ কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের দোষারোপের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন এই গ্রন্থ-প্রণয়ণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ইতিহাসের বর্ণনায়, যদি আমার অজ্ঞতা বা অনবধানতা বশতঃ কোন স্থানে ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হয়, সুধীজন অনুগ্রহপূর্ব্বক তৎ-সংশোধনার্থ আমাকে বিজ্ঞাপিত করিলে কৃতার্থ হইব।

গ্রন্থকারস্য।

পলাশী-সূচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কমলা।

"গিয়াছে সর্ব্বস্ব এবে—
নিশ্চয় মরিব সবে—
অনশনে—জঠর জ্বালায়"—

এই কয়েকটী অসম্বদ্ধ—অথচ মর্ম্মস্পর্শী-কথা জনৈক গৌরবর্ণ প্রৌঢ় ব্যক্তি চঞ্চলচিত্তে একটী প্রকোষ্ঠে পাদচারণা করিতে করিতে উচ্চারণ করিলেন। গৃহটী, একটী ক্ষীণ দীপালোকে বিভাসিত, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বৃহৎ। যে অংশে ক্ষীণালোক প্রবেশ করিতে পারে নাই—বক্তা গৃহের সেই অংশে, অন্ধকারের সহিত হৃদয়-কালিমা মিশ্রিত করিয়া আপন মনে বিচরণ করিতেছিলেন। বক্তার দীর্ঘ শুভ্র ললাট যেন সরস্বতীর আসন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। ইন্দ্রধনু তুল্য ভ্রূযুগল, দীর্ঘায়ত লোচন—খগেন্দ্রশোভিত নাসিকা—কৃষ্ণভ্রমর গুম্ফ, রক্তাভ ওষ্ঠদ্বয় সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিল। প্রৌঢ় ব্যক্তির বয়স ৪২।৪৩ বৎসর হইবে। আজানুলম্বিত বাহুদ্বয়, দীর্ঘ বপু—বিশাল বক্ষঃ বলবীর্য্যের আধার বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছিল।

এত যে সৌন্দর্য্যাবয়ব, এত যে বলিষ্ঠ-গঠন, দেখিলেই কিন্তু মনে হইত, উহা বিষাদকালিমায় আচ্ছন্ন। চিন্তার রেখাগুলি

বদনমণ্ডলে প্রকটিত ছিল। সেই যে দেবোপম দেহ, তাহা যেন সততই গুরুচিন্তাভারাক্রান্ত ছিল। ইঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, ইনি উচ্চবংশসম্ভূত,—শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা সংসর্গ, কিছুতেই হীন নহেন, কিন্তু দীনতায় আচ্ছন্ন। পরিধানে বহুমূল্য পরিচ্ছদ - কিন্তু তাহা অতি পুরাতন, ছিন্ন ও মলিন।

কথিত প্রৌঢ় ব্যক্তি যেন শীতল বায়ু সেবনে উষ্ণদেহ শীতল করণাভিপ্রায়ে পার্শ্ববর্তী উন্মুক্ত-বাতায়ন সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধিলেন। দুঃখের সময় সুখ লাভ অসম্ভব। তিনি বাতায়ন-পথ দিয়া দেখিতে পাইলেন - যে তাহার সর্ব্বনাশের মূলাধার —সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহার অট্টালিকার দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিতে চাহিতে অশ্বারোহণে গমন করিতেছে। দেখিয়াই শোণিত উষ্ণতর হইল -চক্ষু দিয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল—রোষে, ক্ষোভে তিনি অধীর হইয়া বলিলেন—"পাপিষ্ঠের দেহ হইতে এখনও মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলাম না—ধিক্ আমার জীবনে -" কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে এক অপরূপ-রূপলাবণ্যময়ী রমণী প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক প্রৌঢ় ব্যক্তির হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"প্রাণাধিক! এখনও শয়ন কর নাই? তোমার শরীর অসুস্থ, গা দিয়া যেন আগুণ ছুটিতেছে—তুমি এখনও বিশ্রাম কর নাই?—চল—বিশ্রাম করিবে চল।"

বলা বাহুল্য কামিনী অতি কোমলস্বরে—প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে—এই কয়েকটী কথা বলিলেন। ইনি আর কেহ নহেন—প্রৌঢ় ব্যক্তির সহধর্ম্মিণী। ইঁহার বয়ঃক্রম ৩৪।৩৫ বৎসর হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রমণী অনুপমা সুন্দরী—সুতরাং তাঁহার সৌন্দর্য্যের

বিশদ বর্ণনা করিবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক। এই সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যেও দরিদ্রতাজনিত বিষাদ-ছায়া স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছিল।

ভামিনীর নাম কমলা। কমলাও সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা। কমলা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। কমলার কথায়—প্রৌঢ় ব্যক্তির সেই রুদ্রভাব তিরোহিত হইল, মমতাস্রোত উথলিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—দক্ষিণ হস্তে ভার্য্যাকে বক্ষোপরি আকর্ষণ করিয়া বামহস্তে নিজের চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"কমলা, প্রাণের—কমলা—নিদ্রা? যে, দুঃখী, তাপী, মহাপাপী, নিদ্রাদেবী কি তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন? কমলে! এজগতে আমাপেক্ষা দুঃখী আর কে আছে? আমার কি ছিল না? ধন জন, সহায় সম্পদ, সকলই ছিল; এখন সে সব কোথায় গেল? আমার সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হইতে বসিয়াছে। পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গাদিও শাবকদিগের আহার্য্য সংস্থান করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু আমার সে ক্ষমতাও নাই। গৃহে একমুষ্টি অন্ন নাই, প্রাণসম পুত্রকন্যা আহারাভাবে নিরন্তর কাতর হইয়া থাকে। অথচ আমি তাহার প্রতিকার করিতে অসমর্থ! তাহার উপর—তাহার উপর"—বলিতে বলিতে বক্তার ক্রোধাগ্নি যেন উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, চক্ষুর্দ্বয় বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল, মুখমণ্ডল আরক্ত হইল। কমলা স্বামীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—"পাপিষ্ঠ! এখনও নিবৃত্ত হয় নাই? আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও তাহার কি মনোরথ পূর্ণ হয় নাই? দুরাত্মা কি এখনও অনিষ্ট সাধনে কৃতসঙ্কল্প আছে?—প্রভো! স্বামিন্! কণ্ঠরত্ন! সে কথা এখন থাক্! যে বিষয়ের প্রশ্ন উত্থাপনে আমার ন্যায় অবলারও চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটে—তাহাতে

তোমার যে বিষম রোষে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে, বিচিত্র কি ? কিন্তু কি করিবে ! শাস্তিদাতা জগৎপীতার হস্তে দুষ্টের বিচার-ভার অর্পণ করিয়া আমাদিগকে স্থির থাকিতে হইবে।”

প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিলেন, “স্থির হওয়া অসম্ভব। দুরাচারের দুরভিসন্ধি সিদ্ধিকরণ বিষয়ে নিবৃত্তি নাই—আমারও তাহার হৃদয়-শোণিত পান করিতে না পারিলে নিবৃত্তি নাই। কমলা নিবৃত্তির কথা ভুলিয়া যাও। পাপিষ্ঠ আজিও এই বাটীর সম্মুখ দিয়া অশ্বারোহণে বাতায়নের দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে গিয়াছে ! তাহারও নিবৃত্তি নাই, আমারও নিবৃত্তি নাই—প্রতিহিংসানল হৃদয় মধ্যে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, জিঘাংসায় চিত্ত অধীর হইয়াছে—এখন কি আর নিবৃত্তির সম্ভাবনা আছে ?” স্বামীকে বিশেষ উত্তেজিত দেখিয়া কমলা বলিতে লাগিলেন, “এরূপ করিলে আর কয় দিন বাঁচিবে ? দাসীর কথা ভাবিয়া দেখ, তোমার পুত্র কন্যার কথা ভাবিয়া দেখ, তোমা বিহনে কি দশা হইবে ! জীবিতেশ্বর ! অধীর হইলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না। স্থির হও—সুস্থতা লাভ কর—রাত্রি অধিক হইয়াছে—বিশ্রাম করিবে চল !” প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিলেন, “আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা—হায় ! হায় ! তাহাদিগের দশা কি হইল”—বলিতে বলিতে সেই সাহসী বীরপুরুষের বজ্র-কঠিন হৃদয় মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন বিগলিত হইল—শত চেষ্টা করিয়াও তিনি দুঃখাশ্রু নিবারণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি বালকের ন্যায় কাঁদিয়া অধীর হইলেন। যে বেগে ঐরাবত পরাজিত হইয়াছিল—সে বেগ রোধ করিবার সাধ্য কি কাহারও আছে ? তাঁহার সেই সময়ের দুঃখ-বেগ নিবারণ করা সাধ্যাতীত হইল।

প্রৌঢ় ব্যক্তি নির্ব্বাক হইয়া কিয়ৎক্ষণ অবস্থানান্তর অকস্মাৎ উন্মত্তের ন্যায় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইলেন।

আর কমলা? যিনি ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিতাপালিতা হইয়াছিলেন, দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া যাঁহার নিদ্রা হইত না—যিনি রাজার দুহিতা—রাজার মহিষী ছিলেন—তিনি কালের আবর্ত্তনে—দুঃখদারিদ্র্যের নিষ্পেষণে, সন্তান সন্ততির ক্লেশাবলোকনে—এবং সর্ব্বোপরি স্বামীর ঐরূপ অবস্থা-দর্শনে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—ভূলুণ্ঠিত হইয়া নয়না-সারে ধরাতল আর্দ্র করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে কমলার দুই কন্যা—লীলাবতী ও মাধবী—তথায় উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠা কন্যা লীলাবতী যৌবনে পদার্পণ মাত্র করিয়াছে, কনিষ্ঠা মাধবী কৌমার্য্যের সীমা এখনও অতিক্রম করে নাই। উভয়েই নিসর্গসুন্দরী—দেবকন্যাসদৃশা। জননীকে ভূপৃষ্ঠে পতিতা দেখিয়া লীলাবতী মাতার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিল—মাধবীকে সত্বর জল আনিতে বলিল। কমলা রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। মাধবী জল আনিলে লীলাবতী সলিল সিঞ্চনে মাতার চৈতন্য সম্পাদনে সমর্থ হইল। কমলা কিঞ্চিৎ বারি পান করিয়া যেন পুনর্জ্জীবিতা হইলেন। তিনি উঠিয়া বসিলেন। কন্যাদ্বয়ের উৎকণ্ঠা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—"কিছুই নয় মা—আমি সুস্থ হইয়াছি, তবে শরীরটা বড়ই দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইতেছে।"

লীলা। "দাদা ও বীরেন্দ্র অনেকক্ষণ খাঁ সাহেবের নিকট গিয়াছেন, এখনই বোধ হয় তাঁহারা সুসংবাদ লইয়া ফিরিয়া

আসিবেন। নিশ্চয়ই তাঁহারা সুসংবাদ আনিবেন। আপনি একটু দুগ্ধ পান করুন।"

মাধবী অতি সত্বরতাসহকারে দুগ্ধ আনিল, কিন্তু কমলা কিছুতেই তাহা পান করিতে সম্মতা হইলেন না। গৃহে সেই দুগ্ধটুকু ব্যতীত আর কোন আহার্য্যের সংস্থান ছিল না। স্বামীকে যে দুগ্ধ পান করাইবার জন্য কমলা ব্যস্ত হইয়াছিলেন—কমলা স্বয়ং কি তাহা প্রাণ থাকিতে পান করিতে পারেন ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইতিহাসের এক অধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত প্রৌঢ় ব্যক্তির নাম দুর্গাদাস রায়। দেবীপুরে তাঁহার বাস। কিছু দিবস পূর্ব্বে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না। ধনে মানে, জ্ঞানে গুণে তিনি ইংরেজ ও মুসলমান উভয়েরই বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

আমরা যে সময়ের আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিতেছি, তখন কলিকাতায়---ইংরেজ ব্যবসাসূত্রে রাজ্যস্থাপনের ভিত্তি প্রস্তুত করিতেছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁকে ইংরেজ যমের ন্যায় ভয় করিতেন। আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হইয়াছে—সিরাজুদ্দৌলা * সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। সিরাজুদ্দৌলার উপর ইংরেজের পূর্ব্বাপর ক্রোধ ছিল। ইংরেজের বিশ্বাস, ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাও ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, আলিবর্দ্দি খাঁ কেবল সিরাজুদ্দৌলার কুপরামর্শে ইংরেজকে পীড়ন করিতেন। ফরাসী ও ইংরেজ সম্বন্ধে সিরাজদ্দৌলার ধারণা ছিল যে, পাশ্চাত্যশক্তি সুবিধা করিতে পারিলেই ভারতে প্রলয়োৎপত্তি করিতে পারিবে। তিনি তাই পাশ্চাত্য জাতির উপর সততই তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন। ইংরেজ বণিকের কার্য্যকলাপের সামান্য সংবাদ পর্য্যন্ত যাহাতে তাঁহার অগোচর না থাকে, তজ্জন্য তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন। প্রখরবুদ্ধি ইংরেজও ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হইয়াছিলেন।

* সিরাজুদ্দৌলার প্রকৃত নাম সিরাজ-উদ্-দৌলা অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য প্রদীপ।

উভয় শক্তির এবংবিধ সংঘর্ষ সময়ে এই আখ্যায়িকাবর্ণিত ঘটনার সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে ইংরেজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। ইংরেজ এই সুযোগে—ফরাসীর ভয়ে—কলিকাতার দুর্গের সংস্কারে ব্যাপৃত হন। ফরাসীর হস্ত হইতে কুঠী রক্ষা করিবার হেতুবাদে দুর্গের সংস্কারাদি করিতে লাগিলেন। সিরাজ ইংরেজকে সতত সন্দেহের চক্ষে অবলোকন করিতেন। তিনি ইংরেজকে দুর্গসংস্কার করিতে বারংবার নিষেধ করেন। ইংরেজ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। কাজেই চতুরঙ্গ সেনা-সহ সিরাজ ইংরেজের কলিকাতাস্থ দুর্গ আক্রমণার্থ অগ্রসর হন।

দুর্গাদাস বাবু রাজা উমিচাঁদের অধীনে কার্য্য করিতেন। ইংরেজ সে সময়ে এদেশ হইতে যে পণ্যসম্ভার ক্রয় করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করিতেন, তাহার অধিকাংশ উমিচাঁদের সাহায্যে ক্রীত হইত। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যবর্ত্তী লোক হইয়া শুদ্ধ উমিচাঁদ যে ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা নহে, দুর্গাদাস বাবুও অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সিরাজুদ্দৌলা দুর্গাদাস বাবুর কথা জানিতেন। উমিচাঁদ যে দুর্গাদাস বাবুর গুণে বিশেষ বশীভূত, দুর্গাদাসবাবুকে হস্তগত করিতে পারিলে যে বিশেষ উপকার হইবে, সিরাজুদ্দৌলা তাহা বুঝিতেন। কাজেই তিনি যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে উমিচাঁদের ন্যায় দুর্গাদাস বাবুকেও হস্তগত করিতে অল্পপ্রয়াসী হন নাই।

দুর্গাদাস বাবু ইহাতে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন। একদিকে অন্নদাতা, অপরদিকে রাজা। ধর্ম্মতঃ তিনি কাহারও বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না। কাজেই বাধ্য হইয়া তিনি এই ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিতে প্রয়াসী হন। মুসলমানেরা তাহা

বুঝিলেন না—তাঁহারা দুর্গাদাস বাবুকে তাঁহাদিগের শত্রু বলিয়া মনে করিলেন। শুদ্ধ যে দুর্গাদাস বাবুর অদৃষ্টে এইরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা নহে—উমিচাঁদও নবাবের ক্রোধাগ্নি হইতে পরিত্রাণ পান নাই।

এই আখ্যায়িকায়, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উমিচাঁদের ভাগ্যের সহিত দুর্গাদাস বাবুর ভাগ্য কিয়ৎপরিমাণে বিজড়িত ছিল বলিয়া আমরা উমিচাঁদের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তত্ত্বের সামান্য অবতারণা এ স্থানে না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। উমিচাঁদকে ইংরেজ ইতিহাসবেত্তারা খল, কপটী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাহারা ইতিহাস অনবগত, তাহারা উমিচাঁদকে বাঙ্গালী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু উমিচাঁদ প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালী ছিলেন না, কাশ্মীরবাসী ছিলেন। তাঁহারা দুই সহোদর—উমিচাঁদ ও দীপচাঁদ—বঙ্গে ধনোপার্জ্জন ও বসবাস করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর রাজত্বকালে উমিচাঁদ নবাবকে অসময়ে ঋণদান করিতেন এবং অন্যান্য রূপে সাহায্য করিতেন। উমিচাঁদ আলিবর্দ্দি খাঁর প্রিয়পাত্র ছিলেন।

আলিবর্দ্দি খাঁর সময়েও ইংরেজ বণিকবেশে বঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁর দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলার এই বণিক ইংরেজদলের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। ইংরেজ ইতিহাসবেত্তারা যাহাই বলুন, সিরাজদ্দৌলার বিশ্বাস ছিল, তিনি ইংরেজকে চিনিয়াছেন, ইংরেজ "সূচ" হইয়া প্রবেশ করিয়া "ফাল" হইয়া বাহির হইবে। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার মধ্যে ইংরেজের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, সিরাজুদ্দৌলার

তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি মাতামহ আলিবর্দ্দি খাঁকেও এসম্বন্ধে সদাসর্ব্বদা সতর্ক করিয়া দিতেন। সুচতুর ইংরেজের ইহা বুঝিতে বাকী ছিল না। কাজেই প্রথমাবধি সিরাজদ্দৌলা তাঁহাদিগের বিষ-নয়নে পতিত হইয়াছিলেন।

উমিচাঁদের প্রতি নবাবের বিশেষ অনুগ্রহ সন্দর্শন করিয়া ইংরেজ অনেক সময়ে উমিচাঁদের সাহায্যপ্রার্থী হইতেন। উমিচাঁদের চেষ্টাতেও ইংরেজ অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেন।

আমাদিগের বর্ণিত আখ্যায়িকার কালে ঢাকার রাজা রাজবল্লভ তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাসকে ধনরাশিসহ কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বলেন, নবাব সিরাজদ্দৌলা ঢাকা লুণ্ঠনের জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন, ইহা জানিতে পারিয়া রাজবল্লভ তাঁহার প্রিয়পুত্র কৃষ্ণদাসকে বিপুল ধনাদিসহ কলিকাতায় ইংরেজের আশ্রয়ে প্রেরণ করেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা ইহাতে অধিকতর ক্রুদ্ধ হন, কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইবার নিমিত্ত তিনি ইংরেজকে অনুজ্ঞা প্রদান করেন। তাঁহারা আতিথ্য ব্রতে জলাঞ্জলি প্রদান করত কি করিয়া কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইবেন, ইহা সিরাজদ্দৌলাকে লিখিয়া পাঠান। কৃষ্ণদাস উমিচাঁদের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইংরেজের এই স্পর্দ্ধায় সিরাজদ্দৌলার ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি ইংরেজকে বঙ্গ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। পূর্ব্বের এই ইতিহাসটুকু অবগত হইতে না পারিলে আমাদিগের আখ্যায়িকার ঘটনাবলী সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে না বলিয়া আমরা ইহার উল্লেখ করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নদীতটে।

দেবীপুর একখানি গণ্ডগ্রাম, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর বাস এখানে অধিক। রেশমের ব্যবসায় দেবীপুরের অনেক লোকে করিয়া থাকে। সুতরাং অধিবাসীদিগকে আর্থিক অসচ্ছলতার মুখ প্রায়শঃ দেখিতে হয় না। ইংরেজ বণিক এদেশ হইতে রেশমী বস্ত্রাদি বিলাতে প্রেরণ করিয়া থাকেন। দুর্গাদাস রায় গ্রামের জমীদার। তিনি দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীতে ভূষিত, কাজেই প্রজারা তাঁহার একান্ত বশীভূত ও অনুরক্ত। উমিচাঁদের মধ্যস্থতায় ইংরেজেরা দেবীপুর হইতে অনেক টাকার পট্টবস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া থাকেন। উমিচাঁদ আবার দুর্গাদাসের সাহায্যে মধ্যস্থতার কার্য্য করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রে কথিত আছে, যেমন দেবতা, তেমনই বাহন হইয়া থাকে। সিরাজুদ্দৌলার প্রবল ইংরেজবিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিবার উপযুক্ত পাত্রের অভাব ছিল না। তাঁহার পাত্র মিত্র, সভাসদগণ, প্রায় সকলেই ইংরেজের নিন্দা করিত। করিম খাঁ নামক জনৈক যুবক ইঁহাদিগের অন্যতম ছিল। করিম খাঁ দেখিতে রূপবান পুরুষ, বুদ্ধিমান, বিদ্বান্। করিম সিরাজের পরমাত্মীয়। করিমের বলবীর্য্যের পরিচয় সিরাজুদ্দৌলা কয়েক বার পাইয়াছিলেন। এই করিমই দুর্গাদাসের সর্ব্বনাশের মূল।

দুর্গাদাস রায় উন্মত্তের ন্যায় বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জাহ্নবী তীরে গমন করিলেন। দেবীপুরের পাদদেশ বিধৌত করত

ভাগিরথী প্রধাবিত। অনন্ত বীচিশালিনী, দুকূলপ্লাবিনী জহ্নু-নন্দিনী—সেই নৈশ ঘনান্ধকারে অসংখ্য তারকামালার প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিয়া সাগরোদ্দেশে গমন করিতেছেন। তীরে ঘন বিটপীরাজি উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান, বায়ু নিঃস্বনে পত্রের আলোড়নে যেন পৈশাচিক ভাষায় তাহারা পরস্পরে কথোপ-কথন করিতেছে। আবার নদীর কুলুকুলুস্বর, সেই শব্দে মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শব্দের সমাবেশ করিতেছে। গভীরা যামিনীতে সেই মনুষ্য-সমাগম-বিরহিত স্থানে, সেই স্বর যে ভীতিউৎপাদক, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু দুর্গাদাস রাঁয়ের তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি বাহ্যজ্ঞানহীনের ন্যায় নদী সৈকতাভিমুখে ছুটিলেন।

আকাশে চন্দ্রের উদয় হয় নাই। নীলনভোমণ্ডলে অনন্ত তারকাশ্রেণী বিরাজিত। একের পর একটী, আবার একটী, এইরূপে অগণ্য তারকা সেই নৈশান্ধকার বিনাশের জন্য যেন প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। এক চন্দ্রে যে তমঃ নাশ করে, লক্ষ লক্ষ তারাতে তাহা করিতে পারে না। তারকামণ্ডলীর এই অনর্থক চেষ্টা দেখিয়া ধরিত্রী সুন্দরী যেন বিদ্রূপচ্ছলে কত কথাই বলিতে লাগিলেন। যে নক্ষত্রের অভিমান বেশী—সে পৃথিবীর বিদ্রূপ-বাণ সহ্য করিতে পারিল না, স্বদল ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর পায়ে পড়িবার জন্য বিমান হইতে খসিয়া পড়িল। হয়! আশা কি কখন পূর্ণ হয়? অনন্ত কোটী গ্রহাদির আকর্ষণ বিকর্ষণ ছিন্ন করিয়া নক্ষত্র মহাশয় অভীপ্সিত ফল লাভ করিতে পারিলেন না—ভূতলে পতিত হইবার বাসনা তিরোহিত হইল। স্বধর্ম্মত্যাগী, স্বজাতিদ্রোহীর পরিণাম এইরূপই হইয়া থাকে।

দুর্গাদাস রায় যখন জাহ্নবীতীরে উপনীত হইলেন, তখন

তাঁহার বাহু চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল—পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নদী-জলস্পৃষ্ট শীতল সমীরণ তাঁহার উষ্ণ কপোল স্পর্শ করিল। বিশুদ্ধ, অনবরুদ্ধ, সলিলসেবিত পবন হিল্লোলে দুর্গাদাস রায়ের উষ্ণ মস্তিষ্ক কথঞ্চিৎ শীতল হইল। তিনি ধীরে ধীরে জ্যোৎস্নায় পাদচারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পার্শ্ব দিয়া শৃগাল কুকুর কর্কশ রব করিতে করিতে যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার আদৌ ভীতির উদ্রেক নাই। তিনি চিন্তা করিতে করিতে স্বগত বলিতে লাগিলেন, "হায়! আমি কেন এই শৃগাল কুকুর হইলাম না? ইহারাও সুখী। কত পাপ করিয়াছি, তাই ভগবান আমাকে এইরূপ শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। ধন জন, মান সম্ভ্রম কিছুরই আমার অভাব ছিল না। আমার ভার্য্যা রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী, আমার পুত্র কন্যারা রূপে গুণে অতুলনীয়। আমার সব ছিল—কিন্তু সবই গেল! কেন গেল—কোথায় গেল—তাহা যেন স্বপ্নবৎ মনে পড়িতেছে। একদিন যে পুরী আত্মীয় স্বজন, দাস দাসী প্রভৃতির কোলাহলে মুখরিত হইত—এখন তাহা জনশূন্যপ্রায় হইয়াছে আমার কিসের অভাব ছিল? কিন্তু পাপিষ্ঠ রুধির আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিল। আমি উপায়হীন, অক্ষম—তাই প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। পাষণ্ড আমার সর্ব্বনাশ সাধনে সমুদ্যত হইয়াছে—আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াছে—তাহাতেও তাহার তৃপ্তি হয় নাই। আবার—আবার—বলিতে বলিতে দুর্গাদাসের চক্ষুঃ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল, বজ্র মুষ্টিতে তিনি নিজের কপালে নিজেই আঘাত করিলেন।

এই সময়ে এক ছায়ামূর্ত্তি তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। এ কি ভূত, প্রেত, পিশাচ না দানব? নতুবা গভীর নিশীথে—সেই জনশূন্য ভয়াবহ স্থানে উন্মত্ত দুর্গাদাসের পশ্চাদ্বর্ত্তী কে

হইবে? এ কি করিমের গুপ্তচর? নরাধম কি দুর্গাদাসের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াও নিবৃত্ত হয় নাই—এক্ষণে আবার তাঁহার প্রাণনাশার্থ গুপ্ত হত্যাকারীকে পাঠাইয়াছে?

দুর্গাদাস রায় আপন মনে চিন্তা করিতেছিলেন। কেহ যে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছে, তিনি তাহা জানিতেন না। দুর্গাদাস 'আকাশ-পাতাল' ভাবিতেছিলেন। এক একবার মনে করিতেছিলেন, সর্ব্বপাতক-বিনাশিনী সুখদা মোক্ষদা গঙ্গার গর্ভে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া সকল দুঃখের অবসান করিবেন। দুর্গাদাস ইহাই করিবেন, স্থির করিলেন। যিনি অতুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া শত্রুর কৌশলে পথের ভিখারী হইয়াছেন—যিনি লাঞ্ছিত, অপমানিত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও শত্রু-দমনে অসমর্থ, যিনি চক্ষের সম্মুখে স্ত্রী পুত্রাদির জ্ঞাতিকুল নাশ এবং এমন কি অনশনে প্রাণত্যাগের ভীষণ চিত্র কল্পনা-নেত্রে দেখিতে পাইতেছিলেন, তিনি যে উন্মত্তবৎ আত্মহত্যা সাধনে তৎপর হইবেন, বিস্ময়ের বিষয় কি? যে মৃত্যুর বিভীষিকায় লোকে শিহরিয়া উঠে, কালে তাহাই আবার বরণীয় হইয়া থাকে। দুর্গাদাস রায়ের তাহাই হইয়াছে। তিনি জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া 'মাগো' বলিয়া যেমন জাহ্নবীসলিলে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে যাইবেন, অমনি দৃঢ় মুষ্টিতে পশ্চাদ্দিক্ হইতে কে তাঁহার হস্তধারণ করিলেন। দুর্গাদাস দেখিলেন, জটাজূটধারী, গৈরিক বসনপরিহিত, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র কশোভিত এক দীর্ঘাকায় মহাপুরুষ। দেখিয়া দুর্গাদাস ভাবিলেন—স্বয়ং ভূতভাবন ভগবান কি তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান? দুর্গাদাস সবিস্ময়ে, সসম্ভ্রমে তাঁহার চরণে বিলুণ্ঠিত হইলেন।

মহাপুরুষ বলিলেন "বৎস! আত্মহত্যা মহাপাপ। যদি এমন বুঝিতে পার যে, মৃত্যু হইলে আর জন্মিতে হইবে না—বর্ত্তমান দুঃখের অপেক্ষা

অধিকতর দুঃখ সহিতে হইবে না—এ জীবনাবসানের সহিত পার্থিব সকল সম্পর্ক ঘুচিয়া যাইবে, পুনর্জন্মের আর সম্ভাবনা থাকিবে না—তাহা হইলে মৃত্যু সর্ব্বাংশে বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। কিন্তু তাহা যদি না হয়—যদি এমন হয় যে, মানুষ যেরূপ মনের অবস্থায় ইহধাম ত্যাগ করে, পরজন্মে তদ্রূপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া ফলভোগী হয়, তাহা হইলে তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় আত্ম-হত্যায় লাভ কি? কর্ম্ম করিতে আসিয়াছ, কর্ম্ম করিয়া যাও, কর্ম্মফলপ্রত্যাশী হইও না। ভগবানের চরণে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া কর্ম্মবীরের স্থায় কার্য্য করাই মনুষ্যের উচিত। যাও বৎস, গৃহে প্রত্যাগমন কর—আবার সময়মতে দেখা করিব।

দুর্গাদাস সসম্ভ্রমে বলিলেন, "আপনি দেব কি মানব, তাহা জানি না। তবে যিনিই হউন্, যখন প্রসন্ন হইয়া দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছেন, তখন এই দুর্ব্বিসহ জীবন-ভার বহন করা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে চাহি। প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন।

"মৃত্যুর পর মনুষ্যের কি হয়, কেহ বলিতে পারে-না। যদি পুনর্জন্মই হয়, স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সে জন্ম এরূপ দুঃখভারাক্রান্ত যে হইবে, তাহারই বা স্থিরতা কি? প্রভো! যে যন্ত্রণায় দিবানিশি ছট্‌ফট্ করিতেছি, চিতাগ্নি অপেক্ষাও ভীষণতর যে চিন্তাগ্নি অহর্নিশ আমাকে দগ্ধ করিতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে। আমি সেই সীমান্ত ছাড়াইয়াছি, তাই পাপবারিণী জাহ্নবী-বক্ষে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভে উদ্যত হইয়াছিলাম।"

ব্রহ্মচারী অতি কোমল অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক-স্বরে বলিলেন "বৎস! মানুষ যখন অধীর হয়, তখন কার্য্যজ্ঞানহারা হইয়া থাকে। এই

জগত কর্ম্মদ্বারা সূচিত, সৃষ্ট। কর্ম্ম অনন্ত, অবিনাশী। সেই কার্য্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া জীবসমূহ নিরন্তর পরিভ্রাম্যমান হইয়া রহিয়াছে। তুমি ও আমি সকলেই এই নিয়মের অধীন, ইহার ব্যতিক্রম কুত্রাপি ঘটিয়া থাকে না। কার্য্যসূত্র অচ্ছেদ্য বলিয়াই জীবাত্মার নির্ব্বাণ অসম্ভব। যাহার নির্ব্বাণ নাই তাহার গতাগতি অপরিহার্য্য, অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং পুনর্জ্জন্ম অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদি পুনর্জ্জন্ম না থাকিত, তাহা হইলে জীবজগতে এরূপ শ্রেণী-বিভাগ পরিলক্ষিত হইত না, সকলেই সমশ্রেণীস্থ হইয়া থাকিত। কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ সুখী কেহ দুঃখী হয় কিসের জন্য? আজি করিম খাঁ অত্যাচারী এবং তুমি নিগৃহীত পদবীস্থ হইয়াছ কেন? শুদ্ধ ইহাই কেন, একই অবস্থাপন্ন বিভিন্ন লোকের মানসিক ভাবান্তর ঘটে কিসের জন্য? দুই জন সমাবস্থাপন্ন ব্যক্তির মধ্যে একজনকে দেখিবে আত্মপ্রসাদে বিভোর, অন্যে আত্ম-প্রসাদবিহনে বিমর্ষ। সুতরাং যেমন কর্ম্মফল মানিতে হয়,—কর্ম্মের অনন্ত সত্তা স্বীকার করিতে হয়, তেমনই জন্মান্তরের কথাও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তুমি এ জন্মের দুঃখে অস্থির হইয়া আত্মহত্যা সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলে, ইহাতে কি বুদ্ধি-ভ্রংশতা সপ্রমাণ হইতেছে না? পুনর্জ্জন্মে কঠোর অঠোর-যন্ত্রণা সহিতে ত হইবেই, তাহারও পর আজীবন কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। স্বীকার করিলাম, তোমার দুঃখ ক্লেশ অত্যন্ত অধিক, অসহ্য। কিন্তু তৎপ্রতিকারে যত্নবান না হইয়া, আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী পুত্রাদি সকলকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হওয়া তোমার ন্যায় বুদ্ধিমানের কি কর্ত্তব্য? বৎস! আশ্বস্ত হও। চিরদিন কখন সমান যায় না। সুখ দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। জগতে একের বিলোপে অন্যের অভ্যুদয় হয়। স্থিরচিত্তে কর্ত্তব্য

পালন কর, ফলপ্রত্যাশী হইও না। অদৃষ্ট ও পুরুষকারে এই মাত্র প্রভেদ। যাহা শত চেষ্টা করিয়াও লাভ করা যায় না, তাহাই অদৃষ্টসাপেক্ষ বলিয়া গণ্য। যাহা আয়াসলভ্য, তাহাই পুরুষকারের ফল। এই নিমিত্তই আর্য্যঋষিগণ পুরুষকারের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। যে মানুষ পুরুষকারবিহীন, সে জড় পদার্থ সমতুল্য। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অবিচলিত ভাবেই সাধনীয়। তবে ফলপ্রত্যাশী হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। কারণ সকল কার্য্যই চেষ্টা-সাধ্য নহে। আশা করিয়া যাহা করা যায়, যদি তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়া যায়, তাহা হইলে আশাভঙ্গজনিত দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আশাভঙ্গের নামই দুঃখ। যেখানে ফলাশা নাই, সেখানে দুঃখও নাই। তাই মনিষিগণ কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিবার জন্য ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন। ধীরচিত্তে কর্ত্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হও, ইহাই আমার অনুরোধ।"

মহাপুরুষ এই কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন—যেন অন্ধকারে মিশাইয়া গেলেন। দুর্গাদাস রায় চকিতনেত্রে দীর্ঘাকার মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মুর্শিদাবাদ।

পাঠক! বঙ্গবিহার উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদে একবার যাইতে হইবে। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যুর পর সিরাজুদ্দৌল্লার রাজত্ব সময়ে ত্রিদিবলাঞ্ছিত মুর্শিদাবাদের শোভা বর্ণনা করা আমাদিগের সাধ্যাতীত। সিরাজুদ্দৌলা স্বনামের সার্থকতা সম্পাদনার্থ মুর্শিদাবাদকে বোধ হয় ঐশ্বর্য্য-প্রদীপ করিয়াছিলেন। যৌবনের বিলাস-বিভ্রম, ঐশ্বর্য্য-গরিমা, কামিনী-কাঞ্চনানুরাগ, মুসলমান নবাবসুলভ সুখলিপ্সা ও নিজের ঐশ্বর্য্য-প্রদর্শনেচ্ছা সিরাজুদ্দৌল্লাচরিত্রে অভাব ছিল না। সুতরাং তাঁহার শাসন সময়ে মুর্শিদাবাদের সৌন্দর্য্য যে অলৌকিক ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা ইদানীং মুর্শিদাবাদের হৃতশ্রী, অরণ্যানীপরিবৃত ক্ষুদ্রাবয়ব দেখিয়া পূর্ব্বসমৃদ্ধি সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা করিতে অসমর্থ, তাঁহাদিগের নিমিত্ত আমরা ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। *

যে মুর্শিদাবাদে অহোরাত্র আমোদলহরী প্রবাহিত হইত, সে মুর্শিদাবাদ আজি নীরব কেন? রবাব, বীণা, মুরজ মুরলীর মধুর-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে না কেন? বংশী, সেতার, এসরাজ

---

* The city of Murshidabad is as extensive, populous and rich as the city of London, with this diffrance that there are in the first possessing infinetly greaters propery than in the last city. "Evidence of Lord Clive before the Committe of the House of Commons.—1772.

সারেঙ্গ, তবলা প্রভৃতির মনঃপ্রাণহারী এবং মৃদঙ্গের গুরুগম্ভীর শব্দ আর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না কেন? নর্ত্তকীদিগের হাবভাবময়-নৃত্যসমুত্থ নূপুরনিক্বণ ও মধুর-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুরলহরী আর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে না কেন? রজনী সমাগমে যে মুর্শিদাবাদ বিলাসের নিকেতন হইত, যেখানে আমোদ-প্রমোদের স্রোত ছুটিত, সেখানে আজি উৎকণ্ঠা, চিন্তা বিদ্যমান কেন? সে আনন্দধ্বনি-মুখরিত নগরী আজি নীরব-নিস্পন্দ কেন?

সিরাজুদ্দৌলা আজি নৃত্যগীতে মত্ত নহেন—কতিপয় বিশ্বস্ত ওমরাও লইয়া পরামর্শে ব্যস্ত। করিম ইঁহাদিগের অন্যতম। সভায় এইরূপ কথোপকথন চলিতেছিল।

সিরাজ। ফিরিঙ্গিদের বড়ই স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে! আমার অজ্ঞাতে কলিকাতায় দুর্গ-সংস্কার করিয়াছে—আমার অমতে কৃষ্ণ-বল্লভকে আশ্রয় দিয়াছে, নিজেদের দোহাই দিয়া অন্য লোক-দিগকেও বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে দিতেছে, ব্যবসাসূত্রে গরীব প্রজাদিগকে দারুণ অত্যাচারে নিপীড়িত করিতেছে, অথচ ইহার নিবারণকল্পে নিষেধ করিলে তাহাতে কর্ণপাত করে না। আমার প্রেরিত দূতবরকে পর্য্যন্ত লাঞ্ছিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। ফিরিঙ্গিদের এ দেশ হইতে না তাড়াইলেই নহে।

মহাতাবরায়। জাঁহাপনা যাহা বলিতেছেন, তাহার অনুমাত্র অতি-রঞ্জিত নহে। তবে ইহাও সাহানসাহের বিবেচ্য নহে কি যে, কলি-কাতা কুঠির প্রধান কর্ম্মচারী যখন দুর্গসংস্কার, দূত-লাঞ্ছনা ও অন্যান্য অপরাধের কথা অস্বীকার করিয়াছে, যখন বঙ্গেশ্বরের অধীনতা সম্পূর্ণ-রূপে স্বীকার করিতে প্রস্তুত, তখন তাহাদিগের অপরাধ ক্ষমার্হ? ইংরাজ নিরীহ বণিক্ জাতি, তাহাদিগের দ্বারা দেশের অশেষ কল্যাণ

সাধিত হইতেছে, নবাব বাহাদুরের রাজকোষে অজস্র ধারে ধনাগম হইতেছে।

রায়দুর্লভ। সেঠপ্রবরের কথা আমারও অনুমোদনীয়। ভয়ার্ত্তকে আশ্বস্ত করা, অধীনকে রক্ষা করা, মহানুভব নবাব বাহাদুরের কর্ত্তব্য। ফিরিঙ্গি ছল চাতুরী যাহাই করুক না কেন, জাহাপনার ভ্রুকুটীভঙ্গিতে যখন ত্রস্ত হইয়াছে, তখন তাহাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিলে বঙ্গেশ্বরের কোন ক্ষতিই হইবে না।

সি। অনেক সহিয়াছি। বৃদ্ধ মাতামহের অন্তিম শয্যার উপদেশ-বাণী প্রতিনিয়তই আমার কর্ণ-পটাহে আঘাত করিতেছে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "ইয়ুরোপীও বণিকদিগের শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিও। আমি আর কয়েক দিবস জীবিত থাকিলে ইয়ুরোপীয় বণিকদিগের শক্তি নাশ স্বয়ংই করিতাম। আমার আর সে সাধ্য নাই, অন্তিমকাল উপস্থিত; এখন তোমাকেই এই গুরুতর কার্য্য করিতে হইবে। সমুদায় ইয়ুরোপীয় বণিককে এককালে পদানত করিতে চেষ্টা করিও না। ইংরেজদিগেরই সমধিক ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাদিগকেই সর্ব্বাগ্রে দমন করিও। ইংরেজ বণিককে কোনক্রমেই দুর্গনির্ম্মাণ বা দুর্গাদি সংস্কার অথবা সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে দিও না। যদি দাও, তাহা হইলে স্থির জানিও, এ রাজ্য তোমার হস্তচ্যুত হইবে।" বৃদ্ধের বাক্য অবহেলা করিলে যে শুদ্ধ প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে, তাহা নহে, আমার সম্যক ক্ষতিও হইবে।

ক। সাহানসাহের বাক্য প্রতি বর্ণে সত্য। ইংরেজের স্পর্দ্ধার সীমা নাই। সে দিবস কাশিমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াটস্ দন্তে তৃণ করিয়া মুচলেখা লিখিয়া দিল। বাঙ্গালার নবাব যদি সে ক্ষেত্রে বিশেষ সহিষ্ণুতার পরিচয় না দিতেন, আত্ম-সংযম ও ধীরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন

না করিতেন, তাহা হইলে ইংরেজ-শোণিতে কাশিমবাজার কুঠি রঞ্জিত হইত। নবাব বাহাদুরের আদেশ অবহেলা করিয়া কুঠির ফিরিঙ্গিয়া জাহাপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেও ভীত হয় নাই, অথচ স্বীয় অতুলনীয় ঔদার্য্য গুণে নবাব বাহাদুর তাহাদিগকে ক্ষমা করেন,—কেবল মুচলেখা লিখাইয়া লইয়াই অব্যাহতি প্রদান করেন। ইংরেজ প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ পাপে লিপ্ত হইয়াছে। অঙ্গীকার সত্বেও কলিকাতা কুঠির ইংরেজ বণিকেরা প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অগ্রসর না হইয়া বরং-ভঙ্গ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। ইহার সমুচিত শাস্তি প্রদান অবশ্য কর্ত্তব্য।

সি। করিমের কথা সকলেই শুনিলেন। কেহ কি উহার প্রতিবাদ করিতে পারেন?

ক। জাহাপনা বান্দার মনে হয়, রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ এবং উমিচাঁদ ইংরেজের সাহায্য করিতেছে, নতুবা ইংরেজ কখনই এরূপ ধৃষ্টতার পরিচয় প্রদান করিতে সাহসী হইত না। পাপিষ্ঠ উমিচাঁদের দক্ষিণ বাহুস্বরূপ দুর্গাদাস রায় এখনও রাজধানীর সমস্ত সংবাদ উমিচাঁদের কর্ণগোচর করে, এরূপও শুনিয়াছি। আমার বিবেচনায়, সাহানসাহ যেরূপ দুর্গাদাস রায়ের সর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত করিয়া শাস্তি প্রদান করিয়াছেন, উমিচাঁদকেও তদ্রূপ দণ্ডিত করুন। দুর্গাদাসকে বর্ত্তমান অসদাচরণের নিমিত্ত কারারুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে কি?

সি। না, না, তাহা হইবে না। উমিচাঁদ কৃষ্ণবল্লভকে অতিথিস্বরূপ আশ্রয় দিলেও তাহাকে আমি শত্রু বিবেচনা করি না। বৃদ্ধ আলিবর্দ্দি খাঁর সময় হইতে আমি তাহাকে জানি। সে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ও আমাদিগের অনুগত। এরূপ ব্যক্তিকে সহসা শত্রু-পর্য্যায়ভুক্ত করা কোনমতেই উচিত নহে।

ক। খোদাবন্দ! গুস্তাকী মাফ করিবেন! আমি উমিচাঁদকে পথের ভিখারী করিতে বলি না॥ তবে লোকটাকে হাতে রাখা উচিত। আমার নিবেদন, আমরা কলিকাতা আক্রমণ করিতে যাইলে পাছে সে প্রকাশ্যভাবে ইংরেজের পক্ষাবলম্বন করে, এই নিমিত্ত তাহার ভ্রাতা দীপচাঁদকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলে ভাল হয়।

সি। এ পরামর্শ মন্দ নহে। অদ্যই উমিচাঁদের নিকট এই মর্শ্মে সংবাদ পাঠান হউক, সে যেন দীপচাঁদকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেয়।

ওমরাও। জাহাঁপনার আদেশমত এখনই সংবাদ প্রেরিত হইবে।

মির্জাফর। অধীনের এক আরজ্ আছে। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবের বিরুদ্ধাচরণ অথবা অনভিমতে কার্য্য করিলে ফিরিঙ্গিকে অবশ্যই দণ্ডপ্রদান কর্ত্তব্য। কিন্তু হুজুর! এসম্বন্ধে একটু বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে বোধ হয় ভাল হয়। দাক্ষিণাত্যে ইংরাজের সহিত ফরাসীর প্রবল যুদ্ধ হইতেছে। বাঙ্গলায় ফরাসীর বল এখনও ইংরেজের নিকট হতবল হয় নাই। ইংরেজকে যদি একান্তই দমন করিতে হয়, তাহা হইলে কণ্টক দ্বারা কণ্টকোদ্ধার করাই শ্রেয়ঃ। নবাবের যাহারা বিশ্বস্ত প্রজা, তাহাদিগকে অকারণে দণ্ডিত করিয়া শত্রুবৃদ্ধি করা উচিত কি?

সি। সেনাপতি! কাহার কথা বলিতেছেন?

মি। জাহাঁপনা! দুর্গাদাস রায়ের কথাই বলিতেছি। দুর্গাদাস ধনী, মানী, জ্ঞানী ও গুণী। তাহার ধনাগার পূর্ণ ছিল—তাহার লোকবলও কম ছিল না। যাহার বাহুতে বল, হৃদয়ে তেজ আছে—যে সর্ব্বজনপ্রিয় এবং ঐশ্বর্য্যশালী, হিন্দু-সমাজে যাহার খ্যাতি [illegible] অকারণে পথের ভিখারী করিয়া

ক। (ত্রস্তভাবে) সেনাপতি মহাশয়ের কথায় প্রতিবাদ করি, এরূপ ক্ষমতা ও সাহস আমার নাই। তবে অনুমতি করিলে এ দাস এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করে।

সি। তোমার বক্তব্য কি?

ক। খোদাবন্দ! ধৃষ্টতা মাপ করিবেন। বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত সেনাপতি মহোদয় সম্ভবতঃ ইংরেজকে ভয় করিতেছেন। নতুবা তিনি মুষ্টিমেয় ইংরেজ দমনের নিমিত্ত সুবে বাঙ্গালার নবাবকে হীন-কৌশল অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিবেন কেন? ফরাসীর সাহায্যে আমরা ইংরেজকে দমন করিব কেন? আমাদিগের বলবীর্য্য কি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে? তাহার পর দুর্গাদাস রায়ের কথা। সেনাপতি মহাশয় বোধ হয় দুর্গাদাস রায়ের সহিত পরিচিত নহেন। নতুবা তাহার চতুরতা, কৌশল ও ষড়যন্ত্রাদির কথা পরিজ্ঞাত হইতেন। অধম দুর্গাদাসকে চিনে ও জানে। ইংরেজের সহিত কার্য্যসূত্রে তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। যেরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সে নবাবের শত্রুতাচরণ করিতে পশ্চাৎপদ্ নহে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

সি। এ সম্বন্ধে আপাততঃ বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। যাহা হইবার, হইয়াছে। ইংরেজ দমনের পর দুর্গাদাসকে যদি নির্দ্দোষ বুঝা যায়, তাহা হইলে তখন তৎসম্বন্ধে যথাবিহিত করা যাইবে। ভরসা করি, সেনাপতি মহাশয় ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য সত্বর প্রস্তুত হইবেন।

সিরাজুদ্দৌলার বাক্যাবসানে সকলেই নবাবকে নতশিরে অভিবাদন করিলেন। সে দিবসের জন্য সভা ভঙ্গ হইল। ইংরেজ অভিযানের জন্য সকলেই প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শেষ সম্বল।

মহাপুরুষ চলিয়া যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপুরুষের কথা দুর্গাদাস রায়ের নিকট স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দুর্গাদাস রায় নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনতিদূরে তাঁহার দুই পুত্র ধীরেন্দ্র ও বীরেন্দ্রর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা মুর্শিদাবাদে মীরজাফর খাঁর নিকট গমন করিয়াছিল। মিরজাফর খাঁ দুর্গাদাসকে চিনিতেন। তিনি দুর্গাদাসের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। যাহাতে নবাবের রোষাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তদুদ্দেশ্যে দুর্গাদাস রায় পুত্রদ্বয়কে মিরজাফর খাঁর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুর্গাদাস স্বয়ং মুর্শিদাবাদে কিছুতেই যাইতে পারিলেন না। করিমের তথা সিরাজুদ্দৌলার উপর তাঁহার বিজাতীয় ক্রোধ ও ঘৃণার উদয় হইয়াছিল। তাই তিনি পুত্রদ্বয়কে পাঠাইয়াছিলেন।

পথে পিতা পুত্রে কোন কথা হইল। বাটীতে আসিয়া স্ত্রী ও কন্যার সম্মুখে দুর্গাদাস জ্যেষ্ঠপুত্র ধীরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাঁ সাহেব তোমাদের যত্ন করিয়াছিলেন কি?"

ধী। "যত্নের ত্রুটী হয় নাই। তিনি আমাদের বিপদের কথা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। নবাবকে বুঝাইয়া যাহাতে আমরা

হইল না—সে অজস্র ধারে কাঁদিতে লাগিল ; পরে বহু কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিল—"করিম খাঁই আমাদিগের শত্রুতাচরণ করিতেছে।"

করিম খাঁর নাম হইবামাত্রই কমলা, লীলাবতী ও মাধবী শিহরিয়া উঠিলেন। দুর্গাদাস দন্তদ্বারা ওষ্ঠ নিষ্পীড়ন করিতে করিতে বজ্রমুষ্টিতে কোষস্থিত অসি ধারণ করিলেন। তাঁহার সেই ভাব সন্দর্শন করিয়া সকলেই ভীত হইল—কমলা সত্বর তাঁহার হস্তধারণ করিলেন। হায় দুর্গাদাস! বৈরনির্য্যাতনে এত ব্যাঘাত?

প্রথম ভাবাবেগ প্রশমিত হইবার পর দুর্গাদাস প্রকৃতিস্থ হইলেন। পুত্র কলত্রাদির গ্রাসাচ্ছাদনের যে আর কোন উপায় নাই, তাহা চিন্তা করিয়াই তিনি ব্যাকুল হইলেন। দেবীপুরে কে না তাঁহার নিকট উপকৃত? কিন্তু তিনি কি কাহারও নিকট প্রত্যুপকারপ্রার্থী হইতে পারেন? তিনি কি কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিতে পারেন? যিনি একদিন দেবীপুরের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন—যাঁহাকে দেবীপুরের লোক দেবতা বলিয়া জ্ঞান করে, তিনি কি ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া লোকের দ্বারে দণ্ডায়মান হইতে পারেন? হিন্দুর এই আত্মসম্মান-জ্ঞান অত্যন্ত প্রবল। মানুষ অবস্থার দাস। অবস্থা-বিশেষে রাজমুকুটধারী পর্ণকুটীরবাসী হইতে পারেন, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের লোকের ন্যায় হিন্দু মান-সম্ভ্রম কিংবা বংশ-মর্য্যাদাকে জলাঞ্জলি দিয়া ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিতে পারেন না। হিন্দু বলেন "যাক্ প্রাণ, থাক্ মান।"

দুর্গাদাস রায় পুত্র কন্যাকে গৃহান্তরে শয়ন করিতে যাইতে বলিলেন। তাহারা প্রস্থান করিলে কমলা প্রেমপূর্ণ অথচ ভক্তি-গদ্গদ্ স্বরে বলিলেন, "কণ্ঠহার! সমস্ত রাত্রি কি অনাহারে,

অনিদ্রায়, দুশ্চিন্তায় যাইবে? গৃহে একটু দুগ্ধ আছে, পান করিয়া শয়ন কর।"

দুর্গাদাস প্রথমে কিছুতেই দুগ্ধ পান করিতে সম্মত হইলেন না, অবশেষে ভার্য্যার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে দুগ্ধপান করিয়া শয়ন করিলেন। কমলা তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলেন। দুর্গাদাস বলিলেন, "কমলে! তুমি চিন্তা দূর করিতে বলিতেছ, কিন্তু এ চিন্তা কি দুর্নিবার নহে? পাপিষ্ঠ করিম নানারূপে আমার শত্রুতাসাধন করিয়া এখনও জীবিত আছে। আমি কি জীবন্মৃত হই নাই?"

কমলা। সকলই জানি। কিন্তু এইরূপে চিন্তা করিলে কয়দিন শরীর থাকিবে? তুমি অসুস্থ হইলে সংসার কি একেবারে অন্ধকার হইবে না? তুমি জ্ঞানী; আমি সহজেই অবলা অজ্ঞান, তোমাকে কি বুঝাইব? বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করিতে প্রভো! তুমিই ত উপদেশ দিয়া থাক? তুমিই ত আমাকে চিন্তাকুল দেখিলে বলিয়া থাক, 'ভগবানে অটল বিশ্বাস ও ভক্তিই বিপদ্-সাগর হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়!' তুমি স্বামী—দেবতা। হিন্দু-রমণী অন্য দেবতা জানে না—স্বামীকেই প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করে। সুতরাং তোমার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমি সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়াছি। প্রভো! নিজে জ্ঞানী হইয়া তবে বিপদে বিচলিত হও কেন?

দুর্গাদাস। সত্য কমলে! বিপদে মধুসূদন ব্যতীত আর উদ্ধার করিবার কেহই নাই। সকলেই জানি, সকলই বুঝি, কিন্তু সময়ে সময়ে মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। আমরা অল্পবুদ্ধি ক্ষীণমতি মানব, ভগবৎচরণে অটল অচল বিশ্বাস রাখিতে পারি না। যখন তোমাদিগের মুখের দিকে চাহি, যখন দরিদ্রতার ভীষণ নিষ্পেষণে

তোমরা পীড়িত হইতেছ দেখি, তখন আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত যেন বিলুপ্ত হয়—পৃথিবী শূন্যময় দেখিতে থাকি। জান কি কমলে! অন্ধ উন্মত্ত হইয়া জাহ্নবী-সলিলে আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলাম? কিন্তু পারিলাম না। এক মহাপুরুষ আসিয়া বাধা দিলেন। তদবধি আমার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আমার অন্তরাত্মা যেন বলিতেছে—সংসারের অনেক কাজ এখনও বাকী আছে, মরা এখন হইবে না। করিম—পাপিষ্ঠ করিম—এখনও বাঁচিয়া আছে। তাহাকে নিধন না করিয়া মরিলে আমার মৃত্যুতেও সুখ হইবে না।

কমলা। পাপিষ্ঠের স্পর্দ্ধা কম নহে। সে যবন হইয়া আমার স্বর্ণলতিকা লীলাবতীকে গ্রহণ করিতে চাহে। উহার জিহ্বা খসিয়া যাউক। ভগবান উহার পাপের শাস্তি দান করুন।

দু। "আমি যদি সত্যধর্ম্ম পালন করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি উহার প্রতিশোধ করিব" বলিতে বলিতে দুর্গাদাস রায়ের বদনমণ্ডল আবার আরক্তিম হইল, ক্রোধে যেন নয়নদ্বয় হইতে অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিল। দুর্গাদাস রায় গৃহে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল মৌনভাবে অতিবাহিত করিয়া বলিলেন,—"আমার বড় সাধের অঙ্গুরীয়—পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে যাহা অবশিষ্ট ছিল—বিক্রয়ার্থ জগৎ সেঠের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। এত দিবস এত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, অনেক সময়ে তাহা বিক্রয় করিব মনে করিয়াছি, কিন্তু তোমার অনুরোধে বিক্রয় করিতে পারি নাই। সেই অঙ্গুরীয় বিক্রয় না করিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। কমলে! আর কোন উপায় নাই। আহারাভাবে পুত্রকন্যাদি ছট্‌ফট্ করিতে থাকিবে, তাহা কি আমি দেখিতে পারিব? সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া—অনশনে

পুত্র-কলত্রাদির মৃত্যু দেখিতে পারিব না বলিয়া—তোমার নিষেধ সত্বেও—পূর্ব্বপুরুষদিগের একমাত্র স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ সেই অঙ্গুরীয় বিক্রয়ার্থ প্রেরণ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। কমলে! ইহার জন্য ক্ষমা করিও।"

কমলা জানিতেন, দুর্গাদাস সেই অঙ্গুরীয়কে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মনে করিতেন। তিনি হৃদয়ের তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যে উহা বিক্রয় করিতে দিয়াছেন, কমলা তাহা বুঝিলেন। পাছে স্বামী মর্ম্মে ব্যথা পান, এই জন্যই কমলা অঙ্গুরীয়টি বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আজ আর কিছু বলিতে পারিলেন না—মাত্র নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—o—

করিমের ফাঁদ।

দুর্গাদাস রায় কর্ত্তৃক অঙ্গুরীয় বিক্রয়ের কথা করিমের কর্ণগোচর হইল। করিম যথাসময়ে এই সংবাদ নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে জ্ঞাপন করিল, বলিল, "জাঁহাপনা। আপনার আদেশে কাফের দুর্গাদাসের সর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত হইবার কথা। হুজুর কেবল দয়াপরবশ হইয়া তাহার বাস্ত ভিটা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দুর্গাদাসের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় নাই। দুর্গাদাস এখনও অতুল ধনের অধিকারী। সে নবাবের আজ্ঞা অবহেলা করিয়া বহুমূল্য অলঙ্কারাদি গোপন করিয়া রাখিয়াছে। সম্প্রতি মহাতাপ রায়ের নিকট একটী অঙ্গুরীয় বিক্রয় করিয়া পঞ্চ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে। কে বলিতে পারে, এই অর্থ দ্বারা সে ইংরেজ বণিকের সাহায্য করিবে না?"

করিমের ঔষধ ধরিল। নবাব সিরাজুদ্দৌলা এই সংবাদে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন। করিমের কৌশলে নবাবের শ্রীমুখ হইতে এই আদেশ-বাণী নিঃসৃত হইল যে, দুর্গাদাস রায়কে সপরিবারে মুর্শিদাবাদে বন্দী করিয়া আনয়ন করা হউক এবং তাহার পৈতৃক বাটী পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হউক। করিম তাহাই চাহিতেছিল। অভীষ্ট সিদ্ধ হইল দেখিয়া করিম খাঁ হৃষ্টচিত্তে নবাবের অনুমতি স্বয়ং পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

একশত সৈন্যসহ করিম খাঁ দেবীপুরাভিমুখে ধাবিত হইল। সূর্য্যদেব তখন অস্তাচলগামী হইয়াছেন। সায়াহ্নের ধূসর ছায়া তখনও বঙ্গের মুখাচ্ছন্ন করে নাই। বৃক্ষশিরে ভানুরশ্মী পতিত হওয়ায় পল্লবসমূহ রজতমণ্ডিতস্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছিল। বিহঙ্গমগণ নীড়াভিমুখী যাইতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। রাখালগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত ধেনুগুলি গৃহাভিমুখে ফিরিতেছে। সেই গোধূলিতে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। করিমের অনুগামী সৈন্যগণের অস্ত্রাদি অস্তোন্মুখ সূর্য্যকিরণে ঝকমক্ করিতে লাগিল।

অশ্বের হ্রেষারবে, সৈন্যগণের অস্ত্রের ঝনঝনা শব্দে প্রান্তর-পার্শ্বস্থ পল্লীসমূহের নর নারী চকিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। করিম নীরবে সৈন্যগণসহ দেবীপুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

দেবীপুরে নবাব সেনা যখন উপস্থিত হয়, তখন রজনী সমাগম হইয়াছিল। নবাব সৈন্যের আগমনে দেবীপুরের লোকসমূহ ত্রস্ত হইল। সকলেই ভাবিতে লাগিল, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কেন? নবাব সেনা যখন দেবীপুরে প্রবেশ করিয়াছে, তখন যে দেবীপুরের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে, তাহা অনুমান করিতে কাহারও বাকী রহিল না। সেকালে নবাব সেনাকে লোকে অত্যন্ত ভয় করিত।

যথাসময়ে সসৈন্যে করিম দুর্গাদাস রায়ের বাটীর দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইল। দুর্গাদাস রায় পূর্ব্বেই এই সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি অবৈধ রাজাজ্ঞা পালন ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না, আত্ম-রক্ষার্থ যত্নপরায়ণ হইলেন। দুর্গাদাস রায়ের বিপদের কথা শুনিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত কতিপয় অনুচর তাঁহার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতে আসিল। কমলা, লীলাবতী ও মাধবী ব্যতীত দুর্গাদাস রায়ের বাটীতে সকলেই অস্ত্রাদি গ্রহণ করিল।

করিম দ্বারদেশে উপনীত হইয়া সজোরে পদাঘাত করিলেন। করিমের পদাঘাতে সিংহদ্বার ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। জনৈক অনুচর বাতায়ন-পথ হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?"

করিম। বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নবাবের অনুমতি অনুসারে আমরা দুর্গাদাস রায়কে সপরিবারে বন্দী করিতে আসিয়াছি। শুদ্ধ ইহাই নহে—দুর্গাদাস রায়ের এই বাটী নবাব বাহাদুর সরকারে জব্দ করিয়াছেন, সুতরাং এ বাটীতে দুর্গাদাস রায়ের আর অধিকার নাই।

করিমের কথা শুনিয়া দুর্গাদাস স্বয়ং বাতায়ন-পথে উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "নবাব সিরাজুদ্দৌলা অতি অল্প সময়ের মধ্যে আত্মীয় স্বজন, প্রকৃতিবর্গ প্রভৃতির অপ্রীতিভাজন হইয়াছেন। তাঁহার আদেশে আমি নীরবে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি—কিন্তু কুমন্ত্রীর পরামর্শে তিনি যখন পীড়নের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন, যখন অত্যাচার অবমাননার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, বিনা বিচারে যখন আমার জাতিকুলনাশে সমুদ্যত হইয়াছেন, পাপাত্মা কর্ম্মচারীর পাপলিপ্সা পূর্ণ করণে প্রশ্রয় দিতেছেন, তখন কাপুরুষের ন্যায় পুত্রকন্যাদির ধর্ম্ম রক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ বিধেয় বিবেচনা করি না। তুমি তাঁহাকে যাইয়া বল, তাঁহার অন্যায় আদেশ দুর্গাদাস রায় অবনত মস্তকে পালন করিতে প্রস্তুত নহে।"

ক। নবাবের অনুমতি লঙ্ঘন করে, বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার মধ্যে এমন কেহ আছে বলিয়া জানি না। নবাবের আদেশ আমি এখনই পালন করিব, বলপূর্ব্বক তোমাকে পরিবারবর্গ-সহ বন্দী করিয়া লইয়া যাইব—বলপূর্ব্বক তোমার বাটী অধিকার করিব। কাফেরের মুখে নবাব বাহাদুরের গ্লানি শোভা পায় না।

করিম খাঁর বাক্যাবসান হইতে না হইতে মুশলমান সেনা দুর্গাদাস রায়ের সিংহদ্বার ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দুর্গাদাস রায় পুত্রদ্বয় ও অনুচরগণসহ দ্বারদেশের অভ্যন্তরে আত্মরক্ষার্থ দণ্ডায়মান রহিলেন। অত্যল্প সময়ের মধ্যে মুশলমানেরা দুর্গাদাস রায়ের দ্বার ভগ্ন করিল। তখন পিপীলিকা শ্রেণীবৎ মুশলমান সেনা ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু দুর্গাদাস রায় সদলে তাহাদিগের প্রতিরোধ করিলেন। উভয়দলে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। দুর্গাদাস রায় ও তাঁহার পুত্রদ্বয় বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিলেন। দুর্গাদাস রায় পূর্ব্বাপর করিমকে আক্রমণ করিবার সুবিধা অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন। মুসলমান সৈন্যব্যূহ অতিক্রম করিয়া তিনি করিমের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। করিম অশ্বারোহণে, দুর্গাদাস রায় ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান। দুর্গাদাস তরবারির আঘাতে করিমের ঘোটককে ধরাতল-শায়ী করিলেন। করিম অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূতলে অবতরণ করিল। দুর্গাদাস করিম খাঁকে সম্মুখে পাইয়া সিংহ-বিক্রমে আক্রমণ করিলেন। করিমও শস্ত্র-বিদ্যায় সামান্য পারদর্শী ছিল না। উভয়ে উভয়ের বিনাশ সাধনে বিবিধ কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে দুর্গাদাস রায়ের চেষ্টা ফলবতী হইবার উপক্রম হইল। করিমের মস্তক লক্ষ্য করিয়া দুর্গাদাস রায় তরবারি উত্তোলন করিলেন। নিমিষের মধ্যে তাহা করিমের মস্তকোপরি পতিত হইয়া দ্বিখণ্ডিত করিবে, করিমের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ইহজগত হইতে বিলুপ্ত হইবে। করিমের আর নিস্তার নাই। ঠিক সেই সময়ে, করিমের আশু বিপৎ দেখিয়া, এক মুশলমান যোদ্ধা দুর্গাদাস রায়ের হস্তে অস্ত্রাঘাত করিল।

দুর্গাদাসের হস্ত হইতে তরবারি পতিত হইল। তখনই কয়েক জন মুশলমান সৈন্য আসিয়া দুর্গাদাস রায়কে বন্দী করিয়া ফেলিল।

ধীরেন্দ্র ও বীরেন্দ্র বিপুল বিক্রম প্রকাশ করিলেও তাহারাও বন্দী হইল। দুর্গাদাস ও ধীরেন্দ্র গুরুআঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দুর্গাদাস রায়ের অনুচরবৃন্দের মধ্যে কয়েক জন নিহত ও আহত হইল, বাকী কয়েক জন পলায়ন করিল। করিম খাঁ স্বদলে মহোল্লাসে দুর্গাদাস রায়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যবন সেনার লুণ্ঠনেচ্ছা কিন্তু ফলবতী হইল না; দুর্গাদাস রায়ের এমন কোন বস্তু ছিল না, যাহা প্রাপ্ত হইয়া যবনেরা তুষ্ট হইতে পারে। কাজেই তাহাদিগের রোষের সীমা রহিল না। গৃহ দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। করিম খাঁর আদেশে কমলা, লীলাবতী ও মাধবীকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করা হইল। দুর্গাদাস রায়ের সেই প্রকাণ্ড পুরী জনশূন্য হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উমিচাঁদের প্রাসাদ।

যে কলিকাতা আজি ইরাজের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত, যাহার শোভা সৌন্দর্য্য অমরাবতীকে পরাস্ত করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না—সুরম্য হর্ম্ম্য, সুপ্রশস্ত রাজবর্ম্ম, মনোহর উদ্যান, সুশোভন তড়াগ প্রভৃতি এক্ষণে যে কলিকাতায় ইংরেজের মহিমাকীর্ত্তন করিতেছে—দামিনী দাসী হইয়া যে কলিকাতা উজ্জ্বলীকৃত করিতেছে, সেই কলিকাতায়, আমাদিগের আখ্যায়িকা বর্ণনার সময়, কয়েকটি অট্টালিকা মাত্র পরিলক্ষিত হইত,—ইংরাজের কুঠি, গির্জ্জা, উমিচাঁদের বাসভবন প্রভৃতি অট্টালিকা কলিকাতার শোভাবৰ্দ্ধন করিত। সে সময়ে কলিকাতার নানা স্থান অরণ্যানী সমাবৃত ছিল। কলিকাতায় উমিচাঁদের সৌধাবলীর দৃশ্য রমণীয় ছিল। অপূর্ব্ব কারুকার্য্যসমন্বিত সুবৃহৎ অট্টালিকা উমিচাঁদের বৈভবের পরিচয় প্রদান করিত। উমিচাঁদের প্রাসাদ—তোষাখানা, মালখানা, কাছারী, অনুচরবৃন্দের থাকিবার স্থান, সভা-গৃহ, ঠাকুরবাড়ী, অন্তঃপুর প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত ছিল। উমিচাঁদের বাসভবন দেখিলে মনে হইত, উহা কোন বণিকের বাসভবন নহে, কোন নরপতির মনোহর বিশাল প্রাসাদ। *

* "The extent of his habitation, divided into variou departments, the number of his servants continuall employed in various occupations, and a retinue of arme men in constant pay, resembled more the *estate* of prince, than the condition of a merchant" Orme vol II. 50.

উমিচাঁদের অন্তঃপুরে মর্ম্মর প্রস্তর মণ্ডিত একটি প্রকোষ্ঠে রজত দীপাধারে কর্পূর জ্বলিতেছে। দ্বিরদদন্তনির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক পার্শ্বে একখানি বহুমূল্যবান কার্পেটের উপরে দুইটি রমণী উপবেশন করিয়া আছেন। উভয়েরই পরিচ্ছদাদি রত্নখচিত—উভয়েরই শিরীষ কোমল দেহলতা নানাবিধ আভরণে অলঙ্কৃত—উভয়েই পূর্ণ যুবতী—অপরূপ সুন্দরী। একটী দীপচাঁদের স্ত্রী, অপরটী কৃষ্ণবল্লভের ভামিনী। দীপচাঁদের সহধর্ম্মিণীর নাম মুরলা, কৃষ্ণবল্লভের ভার্য্যার নাম লক্ষ্মী। মুরলা বীণা হস্তে কোকিল কণ্ঠে গাহিতেছিলেন,—

সেইয়া! তুয়া লাগি নিধ নেহি গেই।
গলি গলি ঢুঁড়ত তবহুঁ মিলি নেহি॥
তু বড় নিঠুর,
বরজ কঠোর,
তুহারি তুলনা আওর নেহি কোই॥
যৌবন গোঁয়ায়ু
পরাণ সঁপিয়ু
সবহু ছোড়িয়ু তুয়ে মিলি নেহি!

সেই কুল্লকৌমুদীস্নাত রজনীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সঙ্গীত লহরীতে গৃহ পূর্ণ করিল। উভয়েই ভাবাবেশে মগ্ন হইলেন।

এই সময়ে এক শ্বেত রমণী পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে অঙ্গ আবৃত করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইঁহার পিতা কলিকাতার ইংরেজ কুঠির একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। সে সময়ে কলিকাতার কুঠিতে যে কয়েকটি মেম ছিলেন, তন্মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী। ইঁহার নাম মেরী। বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবার জন্য মেরীর বিশেষ চেষ্টা ছিল, তিনি দেশীয়দিগের সহিত সুবিধা পাইলেই আলাপ করিতেন।

মেরী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবামাত্র মুরলার সঙ্গীত থামিল, উভয়ে সসম্ভ্রমে মেরীকে সম্ভাষণ করিলেন। মেরীও প্রত্যভিবাদন করিলেন। মুরলা কহিলেন, "বড়ই সৌভাগ্য যে বিবির দর্শন পাওয়া গেল।"

মেরী। এত বিদ্রূপ কেন? সৌভাগ্য তোমাদের না আমার?

লক্ষ্মী। কিসে?

মে। কেন তোমরা কি শুন নাই, নবাব সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিতে সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছেন?

মু। তা শুনিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের সৌভাগ্য কিসে হইল?

মে। আমরা বিদেশী, বাণিজ্য-সূত্রে এখানে বাস করি। আমাদিগের উপর নবাব বাহাদুরের ক্রোধ। নবাব তোমাদিগকে দণ্ড দিবেন না। আমাদিগের বিপদের শেষ নাই। আচ্ছা, বহিন্! আমাদিগের বিপদ ঘটিলে তোমরা তোমাদিগের স্বামীদিগের দ্বারা আমাদিগের কি কোন উপকার করিতে পারিবে না?

ল। তুমি ত সমস্তই অবগত আছ। তোমাদিগের বিরুদ্ধে নবাব বাহাদুরের যেরূপ ক্রোধানল উদ্দীপিত হইয়াছে, আমাদিগের বিরুদ্ধেও তদ্রূপ হইয়াছে। বরং তোমাদিগের নিস্কৃতিলাভের সম্ভাবনা থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদিগের আর রক্ষা নাই!

মে। যদি সত্য সত্যই তাহাই হয়, তাহা হইলে তোমরা কেন ধন রত্ন সহ কলিকাতা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ কর না? আমাদিগের প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি আশ্রিতকে আমরা কখনই বিপন্ন হইতে দিব না। ইহাই ইংরেজ চরিত্রের বিশেষত্ব।

মু। তাহা হইতে পারে। কিন্তু এ সকল বিষয়ে আমাদিগের মতামত প্রকাশের অধিকার নাই। আমাদিগের স্বামী প্রভৃতি

অভিভাবকেরা যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই অবনত মস্তকে আমাদিগকে মান্য করিয়া চলিতে হইবে।

মে। সে কি কথা? স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা পুরুষের যেরূপ আছে, স্ত্রীলোকেরও তদ্রূপ আছে, ইহাই আমাদিগের ধারণা। রমণী পুরুষদিগের ক্রীতদাসী নহে?

ন। সে কথা সত্য, কিন্তু এ সংসারে সকল কার্য্যেই শ্রেণী-বিভাগ আছে। গৃহস্থালীকার্য্যে আমাদিগের অধিকার, বৈষয়িক কার্য্যে পুরুষেরাই কর্ত্তা। তাঁহারা যাহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহাই করিয়া থাকেন। আমরা পুরুষের অধীন। আমরা বুঝি, স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য নাই। এদেশের রমণীগণ শৈশবে পিতার, যৌবনে পতির এবং ভাগ্যদোষে বিধবা হইলে পুত্রের অধীন হইয়া থাকে।

মে। বালিকাকালে আমরাও মাতাপিতার অধীন থাকি। কিন্তু হিতাহিত বুঝিয়া কার্য্য করিবার বয়স হইলে, আমরা কাহারও অধীন থাকি না—এমন কি নিজেদের মনোমত বর পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া লই। যত দিন ইচ্ছা—তত দিন ভর্ত্তার সহিত বাস করি। কোন কারণে মনোমালিন্য ঘটিলে, অথবা একত্র বাস অশান্তিজনক হইলে, আমরা বিবাহ ভঙ্গ করিতে পারি।

লক্ষ্মী। আমাদিগের কিন্তু তদ্রূপ নহে। অভিভাবকেরা যাঁহাকে সুপাত্র বিবেচনা করেন, তাঁহারই সহিত আমাদের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। আমাদের বিবাহ শুদ্ধ যে আমরণ সম্বন্ধ করিয়া দেয়, তাহা নহে, পরলোকেও সেই সম্বন্ধ অক্ষুন্ন ও অটুট থাকে। আমরা জানি, স্বামী আমাদিগের প্রত্যক্ষ পরম দেবতা। স্বামীর সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে স্ত্রী সহচরী।

মে। তাই বুঝি তুমি ঢাকা হইতে স্বামীর সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছ? আচ্ছা! তোমার স্বামী যে ধনরত্ন আনিয়াছেন, ইহার পরিমাণ কত, তাহা তুমি জান কি? তুমি স্বামীর দাসী স্বরূপিনী হইয়া থাক, অথচ তিনি কি সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদের সকল কথা তোমাকে বলিয়া থাকেন?

লক্ষ্মী। আমারা কেবল স্বামীর দাসী নহি। আমাদিগকে কখনও জননীর ন্যায়, কখনও ভগিনীর ন্যায়, কখনও সহচরীর ন্যায়, কখনও দাসীর ন্যায় ভর্ত্তার পরিতোষ বিধান ও পরিচর্য্যা করিতে হয়। স্বামী অকপটচিত্তে সকল কথা আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করেন।

মে। আচ্ছা! তোমার স্বামী যে টাকা আনিয়াছেন, আমাদের কুঠিতে তাহা জমা রাখেন না কেন? বিশেষতঃ দুর্দ্দান্ত নবাব কলিকাতায় আসিতেছেন!

লক্ষ্মী। আমি তাহা জানি না।

মু। তাইত বিবি! কি হইবে? আমার অন্তরাত্মা কাঁপি-তেছে। আমার স্বামীকে নবাব বাহাদুর আবার রাজধানীতে লইয়া গিয়াছেন?

মুরলা রোদন করিতে লাগিলেন। নবাব সিরাজুদ্দৌলার কোপাগ্নিতে সকলেই যে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, উমিচাঁদের পরিবার-বর্গ তাহা বুঝিয়াছিলেন। লক্ষ্মীও যে কাতরা হন নাই, তাহা নহে।

মুরলাকে ব্যাকুলা দেখিয়া মেরী সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। মেরীর যত্নে ও স্তোভবাক্যে মুরলা কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। মেরী বলিলেন, "বহিন্! রাত্রি অনেক হইয়াছে। আর একটী গান শুনিবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। গাহিবে কি?" তখন মুরলা বিবি মেরীকে আপ্যায়িত করিবার জন্য বীণা হস্তে মধুরস্বরে গাহিলেন—

সে যে প্রণয় আধার!
সর্ব্বস্ব দিয়াও সাদ মিটে না আমার ॥
আমি তার,
সে আমার,
সে বিনা জগৎ হেরি শূন্যাকার।
অমিয় নিছনি
সে রতন আনি
রেখেছি যতনে হৃদয় মাঝার ॥

সঙ্গীত সমাপনান্তে বিবি মেরী অন্যান্য কথার পর প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মঠ।

রাজমহলের গিরিকন্দরে আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচারীর মঠ। রাজমহলের পার্ব্বত্য শোভা অতীব রমণীয়! অদ্রির উপর অদ্রি মস্তকোত্তলন করিয়া গগনভেদ করিবার উপক্রম করিতেছে। দূর হইতে হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, মেঘমালা ব্যোমপথ ঘিরিয়াছে। গিরিশ্রেণীর যতই নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই দৃষ্টির বিভ্রম ঘুচিয়া যায়, ক্রমেই পর্ব্বতের অপূর্ব্ব শোভা হৃদয় মন হরণ করিতে থাকে। নির্জ্জন প্রদেশে প্রকৃতির সেই মহান্ চিত্র দর্শন না করিলে বর্ণনা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা সুসাধ্য নহে। কোথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিটপীশ্রেণী পর্ব্বতের গাত্র আচ্ছাদন করিয়া আছে—কোথাও চিত্তহারী বনফুলের মধুর সৌরভভার বহন করিয়া সমীরণ সংসার-মত্ত মানব-হৃদয়ে নির্ব্বিকার নিরঞ্জনের প্রেমের উদয় করাইতেছে—কোথাও ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী ক্ষীণধারায় পর্ব্বত গাত্রে বহিয়া যাইতেছে—কোথাও সুন্দর ফল দ্বারা পর্ব্বতপৃষ্ঠ পরিশোভিত হইয়াছে,—কোথাও শ্বাপদাদি বিচরণ করিতেছে,—কোথাও পক্ষীর কলরবে সেই জনশূন্য স্থান মুখরিত হইতেছে। এহেন রমণীয় স্থানে—পর্ব্বতমালার মধ্য পথ দিয়া—ব্রহ্মচারী একাকী গমন করিতেছেন। পাঠক বোধ হয়, ইঁহাকে চিনিয়াছেন। ইনিই দুর্গাদাস রায়কে আত্ম-হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারী পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক স্থান হইতে একখানি প্রস্তর অপসৃত করিলেন। প্রস্তর অপসারিত হইলে দেখা গেল, পর্ব্বতের গাত্রে একটী প্রকাণ্ড গহ্বর আছে। গুহার মধ্যে ব্রহ্মচারী প্রবেশ করিলেন। অমনই ব্রহ্মচারীর কৌশলে প্রস্তরখণ্ড পুনরায় গহ্বর-মুখ আবৃত করিল। ব্রহ্মচারী গুহার ভিতরে অন্ধকার ভেদ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অল্পদূরে গমন করিয়া এক দ্বার-দেশে উপনীত হইলেন। দ্বার অর্গলবদ্ধ ছিল, ব্রহ্মচারীর করাঘাতে ভিতর হইতে জনৈক নবীন সন্ন্যাসী তাহা উন্মোচন করিলেন। তিনি ব্রহ্মচারীকে সন্দর্শন করিয়াই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচারী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দ্বার পুনরায় অর্গলবদ্ধ হইল। ব্রহ্মচারী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পর একে একে প্রায় পঞ্চবিংশতি জন যুবক সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মচারী ইঁহাদিগের সকলেরই গুরু। এই কক্ষের পর সুন্দর প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গনের চারিদিকে নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ ও মধ্যে একটী কূপ আছে। এই প্রাঙ্গনের চতুঃপার্শ্বে কক্ষ আছে। এই সকল কক্ষ রন্ধন ও শয়ন আগার স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। একটি কক্ষে মাতৃকারূপিনী মহাকালী বিরাজিতা।

ব্রহ্মচারীর নাম দেবানন্দ স্বামী। শিষ্যমণ্ডল পরিবৃত হইয়া দেবানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন—"বৎসগণ! পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়েছে, তোমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। এই যে এত দিবস ধরিয়া তোমরা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছ, সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের সময় সমুপস্থিত। যে যেরূপ যোগ্যতা প্রকাশ করিবে, সে তদ্রূপ ফললাভ করিতে পারিবে।"

দেবানন্দ ব্রহ্মচারীর বাক্যাবসান হইতে না হইতে বিমলানন্দ

নামক জনৈক শিষ্য বলিলেন, "প্রভো! যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আমরা তৎপালনে সতত প্রস্তুত। আপনার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া আমরা অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিতেও পশ্চাৎপদ্ নহি। প্রভুর তিন শত শিষ্যের মধ্যে আমরা পঁচিশ জন মাত্র উপস্থিত আছি। আপনার আদেশ মত, অন্যান্য শিষ্যেরা দুই এক দিবসের মধ্যেই মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। আমরা পরীক্ষা প্রদানে সততই প্রস্তুত।"

দেবানন্দ স্বামী শিষ্যের কথায় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি যে কর্ম্মে তোমাদিগকে নিয়োজিত করিতেছি, তাহা তোমাদিগের ন্যায় পঁচিশ জনের দ্বারাই সম্পাদিত হইবে। তোমাদিগকে অদ্যই মুর্শিদাবাদে যাত্রা করিতে হইবে! সিরাজুদ্দৌলার পাপিষ্ঠ পারিষদ করিম খাঁ, ধর্ম্ম-প্রাণ দুর্গাদাস রায়ের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে। দুর্গাদাস রায়কে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও দুরাত্মার মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই, অবশেষে তাহাকে সপরিবারে বন্দী করিয়া নিজের বাটীতে রাখিয়াছে। করিমের যেরূপ প্রকৃতি, তাহার যেরূপ মনোভাব, তাহাতে দুর্গাদাস রায়ের কন্যার প্রতি অত্যাচার করিতেও পাপাত্মা ক্ষান্ত হইবে না। তোমাদিগকে দুর্গাদাসের পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিতে হইবে। স্মরণ রাখিও, ইহাই পরীক্ষার সূচনা। ইহাতে অকৃতকার্য্য হইলে সকল শ্রম ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া ভাবিতে হইবে।"

দেবানন্দের শিষ্যবর্গের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠের বয়ক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর হইবে। ইঁহার নাম সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ বলিয়া উঠিলেন—"আপনার প্রদত্ত শিক্ষার ফল ব্যর্থ হইবার নহে। ক্ষেত্র যতই অনুর্ব্বর হউক না কেন, কৃষকের কৌশলে ও চেষ্টাতে তাহাতেও ফলোৎপাদন হইয়া থাকে। আমরা অযোগ্য পাত্র হইলেও আপনার

উপদেশ-বীজ, আপনারই আশীর্ব্বাদের গুণে, আমাদিগের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছে। আপনিই শিক্ষা দিয়াছেন—যে মাটীতে এই নশ্বর দেহ গঠিত, সেই মাটির কল্যাণার্থ এই দেহ পাত হইলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। আমরা বুঝি, যিনি অত্যাচারী, অবিচারক, তিনি মানবকুলের শত্রু। আপনার আশীর্ব্বাদে এ শিক্ষা আমাদিগের অস্থিমজ্জায় গ্রথিত হইয়াছে। করিম খাঁ ভ্রাতৃদ্রোহী। তাহাকে শাসন করা, সুনিয়মে বিরাট মানব সমাজের কল্যাণে ব্রত করা, সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।"

সচ্চিদানন্দের কথায় দেবানন্দের বদনমণ্ডল উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল হইল—তিনি সানন্দে সচ্চিদানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"তোমরা এখনই প্রস্তুত হও। দুর্গাদাস রায়ের পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিয়া এই মঠে আনয়ন করিবে। আমি যদি এখানে না থাকি, তাহা হইলেও তাহাদিগের যেন যত্নাদির ত্রুটি না হয়।"

দেবানন্দ স্বামীর বাক্যাবসানে শিষ্যসকল তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। দেবানন্দ স্বামী সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলেই তখন মুর্শিদাবাদ যাত্রার জন্য উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

পথে।

দেবানন্দ স্বামীর পঞ্চবিংশতি শিষ্য সেই রাত্রিতেই মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শিষ্যবৃন্দের মধ্যে কাহারও বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বৎসরের অধিক এবং পঞ্চবিংশতি বৎসরের ন্যূন নাই। সকলেই বলিষ্ঠ, তেজস্বী, সকলেরই বদনমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দপূর্ণ। সেই গৈরিকবসনপরিহিত গৈরিকশিরস্ত্রাণপরিশোভিত যুবকগণের শ্রেণীবদ্ধভাবে অভিযান, বস্তুতঃই নয়নানন্দকর, প্রাণারাম। যাহারা আপনা ভুলিয়া, স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া পরহিতব্রতে দেহমনঃ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারই ধন্য—সর্ব্বজনবরেণ্য।

দেবতাকে দেখিলে মানুষ নতশিরঃ হয়, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। যাঁহারা দেবাংশসম্ভূত, দেব-গুণসম্পন্ন—তাঁহারই দেবতা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। এই যে মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিদিত, ইহার মধ্যে নরাকারে দেবতাও আছেন এবং পশুও আছেন। কর্ম্মফলে মনুষ্য উচ্চ-স্তরে আরোহণ বা নিম্নস্তরে অবতরণ করিয়া থাকে। দেবানন্দ ব্রহ্মচারী আজীবন জনহিতব্রতে অতিবাহিত করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী সমাজ বা ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ সংরক্ষণে কখন ব্যাপৃত হন না,—সমগ্র চরাচর তাঁহার লক্ষ্যস্থল—তাঁহার প্রেমের আধার। বিশ্বপ্রেমে যিনি বিভোর—আত্মহারা—তিনি কি দেবতা নহেন? দেবানন্দ স্বামীর বিশ্বহিতই ধর্ম্ম।

দেবানন্দস্বামী শিষ্যমণ্ডলকে ইহাই শিক্ষা দান করিতেন। তাঁহার শিক্ষা-কৌশলে—তাঁহার চরিত্র ও ব্যবহারে শিষ্যবৃন্দ স্ব স্ব চরিত্র গঠন করিয়া লইয়াছিলেন। সচ্চিদানন্দ বলিলেন, "প্রেমানন্দ দাদা! জীবনের আজি নবাধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। স্বামীজী বলিয়াছেন, অদ্য আমাদিগের পরীক্ষার সূচনা। ইহাতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তাঁহার শ্রম ব্যর্থ হইয়াছে এবং আমাদিগের শিক্ষাও বিফল হইয়াছে, স্থির করিতে হইবে। আইস ভাই! একবার সকলে মিলিয়া প্রাণ ভরিয়া সর্ব্বকর্ম্মনিয়ন্তা—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করি।

জয় বিপদভঞ্জন, শ্রীমধুসূদন, দৈত্যবিনাশন হরি।
জয় বৃন্দাবনধন, কালীয়দমন, কলুষনাশন কংসারি।
পাপী তাপী জনে, সদা মুক্তি দানে,
বিরত না হও ওহে বৈকুণ্ঠবিহারী।
চারি যুগে হরি, নানা রূপ ধরি,
জীবে মুক্তি করি পুণ্য ধর্ম্ম প্রচারি।
দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন,
সত্য ধর্ম্ম করিলা স্থাপন।
তব পথ চেয়ে, তব নাম গেয়ে,
সত্য পথে আগুসারি।
ভূভার হরণ, পাপ বিনাশন,
ধর্ম্ম সনাতন সদা অনুসারী।
বিশ্বপ্রেমে মাতি, করি ধর্ম্ম সাথী,
যেন বিশ্বহিত করিবারে পারি।
এ মিনতি পদে, মন-কোকনদে,
বিরাজ সতত মধুকৈটভারি।

সেই বৃহৎ প্রান্তরে—শস্যশ্যামল ক্ষেত্রে—দিগন্ত মাতাইয়া সন্ন্যাসীর দল একই মনে, একই সুরে স্বরলহরী ছড়াইতে ছড়াইতে চলিতে লাগিলেন। সেই মধুর সঙ্গীতধ্বনি শ্রবনে যেন প্রকৃতি দেবী উৎকর্ণা হইয়া রহিলেন। সমগ্র জগৎ নিস্পন্দ;—ঊর্দ্ধে অনন্ত নীল নভোমণ্ডল—নিম্নে বিস্তৃত বিশাল প্রান্তর—সমস্তই স্তব্ধ। সেই নীরবতা ভেদ করিয়া যুবকবৃন্দ গীত গাহিতে গাহিতে চলিলেন।

গীত সমাপনান্তে প্রেমানন্দ বলিলেন, "সচ্চিদানন্দ গুরুদেবের উপদেশবীজ তোমার ন্যায় উপযুক্ত যুবকের উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে সহজেই অঙ্কুরিত হইয়াছে। তোমার জনহিতব্রতসাধনে একাগ্রতা, গুরুদেবের প্রতি অচলা ভক্তি আমাদিগের হৃদয়েও বলসঞ্চার করিয়াছে। আমার বিশ্বাস, তোমার সহায়তায় আমরা সহজেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব।"

পরমানন্দ বলিলেন, "গুরুদেব বলিয়াছেন, একাগ্রতা সিদ্ধি লাভের মূল। গুরুদেবের চরণে আমাদের যদি ঐকান্তিকী ভক্তি থাকে, বিরাট মানব সমাজের কল্যাণ সাধনে যদি আমরা একাগ্রচিত্ত হইয়া থাকি, তাহা হইলে দুষ্টের দমন নিশ্চয়ই হইবে। পাপাত্মা পাপবৃত্তি চরিতার্থ করণ মানসে মানব সমাজের অনিষ্টসাধনে অগ্রসর হইয়াছে, সুতরাং সে মানব মাত্রের নিকটেই দণ্ডার্হ।"

প্রেমানন্দ কহিলেন, "সকলেই বোধ হয় শুনিয়াছ, সে দিবস গুরুদেব বলিতেছিলেন, আমাদিগের সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষা সমুপস্থিত হইয়াছে—দেশে বিষম পরিবর্ত্তন হইবার উপক্রম হইয়াছে। যাহাতে আর্ত্তের দুঃখ বিমোচিত হয়, সমাজ ও ধর্ম্মের বন্ধন অটুট থাকে, তাহাই সকলের কর্ত্তব্য। সেই মহাকর্ত্তব্য পালনের সময় আগতপ্রায়।

সচ্চিদানন্দ। আমাদিগের সম্মুখে দীর্ঘ কর্ত্তব্য-পথ পতিত রহিয়াছে। সমাজের আমরা ব্যষ্টি মাত্র বটে, কিন্তু এই ব্যষ্টি লই-য়াই সমষ্টি হইয়া থাকে। আমাদিগের মধ্যে একজন বিপথগামী হইলে সমষ্টির ক্ষতি হইয়া থাকে। করিম খাঁর কবল হইতে সপরিবারে দুর্গাদাস রায়কে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারিলে এবং করিম খাঁর পাপের সমুচিত শাস্তি হইলে আমাদিগের কর্ত্তব্যের একাংশ সুসিদ্ধ হইবে। চল ভাই—যত সত্বর সম্ভব আমরা দুর্গাদাস রায়ের উদ্ধার করিতে চেষ্টা করি।"

সন্ন্যাসীর দল মুর্শিদাবাদাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

—·—

মুর্শিদাবাদ।

সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। যাঁহাদিগের উপর নবাবের অটল বিশ্বাস ছিল, রাজধানীর রক্ষার ভার তাঁহাদিগের উপর তিনি ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার সদাই আশঙ্কা হইত, পাছে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার শত্রুদল মুর্শিদাবাদে আবার বিপ্লব ঘটাইয়া ফেলে। করিম খাঁ নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিশেষ বিশ্বস্ত পাত্র ছিল। কাজেই তাঁহাকে আর যুদ্ধ করিতে যাইতে হয় নাই। দুর্গাদাস রায় ও তাঁহার পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া করিম খাঁ স্বীয় বাটীতে আনয়ন করিয়াছে। দুর্গাদাস রায় দুই পুত্রসহ একটী গৃহে বন্দী হইয়া আছেন। তাঁহার পত্নী কমলা ও কন্যা মাধবী অন্য একটী গৃহে অবরুদ্ধা আছেন। লীলাবতীর অবস্থানের নিমিত্ত স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় করিম লীলাবতীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারে মৃদু করাঘাত করিল। লীলাবতীর পরিচর্য্যার্থ যে পরিচারিকা নিযুক্ত ছিল, সে দ্বারোন্মোচন করিয়া দিল। লীলাবতী সভয়ে গৃহের একাংশে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

করিম গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রথমে লীলাবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার কোনরূপ কষ্ট হইয়াছে কি না? লীলাবতী নীরব রহিলেন।

ক। রূপসী! তোমারই রূপে মোহিত হইয়া আমি এই সকল কার্য্য করিয়াছি। নতুবা দুর্গাদাস রায় আমার কে? আমি মুসলমান, সে হিন্দু; তাহার সহিত আমার অন্য কোন স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। তুমি প্রসন্না হইলে আমি আবার দুর্গাদাস রায়কে স্বপদে পুনরধিষ্ঠিত করিয়া দিতে পারি।

করিমের এই দীর্ঘ বক্তৃতায় লীলাবতী আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকের অবমাননা যে করে, সে নরাধম পশু। আমি বন্দিনী, সুতরাং আমার কষ্ট হইয়াছে কি না, এই বিদ্রুপাত্মক প্রশ্ন করিয়া আমার কষ্টের মাত্রা বাড়াইয়া দেওয়া পুরুষত্ব নহে।"

ক। সত্যই সুন্দরী আমি পশুবৎ হইয়াছি। কিন্তু সে কাহার জন্য? তোমারই জন্য! তোমার ঐ অতুলনীয় রূপরাশি আমাকে পাগল করিয়াছে—আমার হিতাহিত বিবেচনা-শক্তি লোপ করিয়াছে। সুতরাং আমাকে ঐরূপ ভৎর্সনা করা তোমার উচিত নহে।

লী। পশুর পশুত্বেও বুঝি গৌরবজনক কিছু আছে—কিন্তু তুমি পশু অপেক্ষা অধম। তুমি পাষণ্ড, পাপিষ্ঠ। নতুবা স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার-পরায়ণ হইবে কেন? তোমাতে যদি বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকিত, তাহা হইলে তুমি এই নিশীথে এই গৃহে দুষ্প্রবৃত্তির তাড়নায় অস্থির হইয়া কখনই প্রবেশ করিতে না। করিম খাঁ! স্থির জানিও, হিন্দুললনার নিকট মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, তথাপি যবনের অঙ্কশায়িনী হইয়া স্বর্গসুখভোগ বাঞ্ছনীয় নহে। কুসুমকলিকা দেবভোগ্যা হইয়া থাকে, নারকীয় কীটের কখনই উপভোগ্যা নহে!

লীলাবতীর বাক্যবসান হইতে না হইতে—মদিরামত্ত করিম খাঁ বলিল, "অনেক সহিয়াছি—কিন্তু আর না! তোমাকে যদি

প্রাণাপেক্ষা ভাল না বাসিতাম, তাহা হইলে করিম খাঁ এতক্ষণ কখনই তোমার এরূপ বাক্যবাণ সহ্য করিত না। যে জিহ্বা করিম খাঁকে সম্বোধন করিয়া ঐরূপ কথা উচ্চারণ করিত, সেই জিহ্বা উৎপাটন করিতে করিম খাঁ বিরত হইত না। হয় তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে পতিত্বে বরণ কর, নতুবা বলপূর্ব্বক তোমার জাতিকুল নষ্ট করিব—তোমার ঔদ্ধত্যের সমুচিত শাস্তি দিব।

ঠিক এই সময়ে করিম খাঁর বাটীর বহির্ভাগে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। করিম খাঁর বাটী দস্যুদল আক্রমণ করিয়াছে—ইহা করিম খাঁর কর্ণগোচর হইল। করিম আর কালব্যাজ না করিয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইল।

তখন পরিচারিকা লীলাবতীর সম্মুখে আসিয়া বসিল। ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। পরিচারিকা বলিল—"বিবি! কি হইবে? রাজধানীতে ওমরাহের বাটীতে দস্যুতা—কেহ কখন শুনে নাই—স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। একি ব্যাপার?"

লীলাবতী বলিলেন, "কি জানি! রাজধানীর কথা আমরা বলিতে পারি না, তবে আমাদিগের আর ভয়ের কারণ কি? এক দস্যুর কবল হইতে অন্য দস্যুর হস্তে পড়িব। তোমার মনিবের অপেক্ষা যে হেয় নীচ ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা আমার বিশ্বাস নাই। সুতরাং দস্যুরা যেরূপ প্রকৃতির লোক হউক না কেন, আমাদিগের অধিকতর বিপদাশঙ্কা নাই।

এই সময়ে বাটীর বহির্দ্দেশে গোলযোগ যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, পরিচারিকা ভয়ে আর লীলাবতীর নিকট থাকিতে পারিল না। সে বুঝিল, লীলাবতী সত্যই বলিয়াছে। কিন্তু সেত আর বন্দিনী নহে! কাজেই সে লীলাবতীর গৃহ হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইল।

সুযোগ বুঝিয়া লীলাবতীও গৃহের বাহিরে আসিল। উদ্দেশ্য—জনক জননী, ভ্রাতা ভগিনীর সংবাদ প্রাপ্তি। লীলাবতী ধীরে ধীরে পরিচারিকার পশ্চাতে চলিল। পরিচারিকা তদ্দর্শনে বলিল, 'এই যে তুমি বলিলে তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই! তবে তুমি আমার সহিত পলাইতেছ কেন?'

লীলাবতী তখন সেই পরিচারিকার হস্তধারণপূর্ব্বক বলিলেন—তোমাকে একটী কার্য্য করিতে হইবে। তুমি প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছ—কিন্তু একবার ভাবিতেছ না—পলায়ন করিয়া যাইবে কোথায়? বাটী দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। তাহারা যদি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে—তোমার নরাধম প্রভুর লোকজন যদি পরাজিত হয়—তাহা হইলে দস্যুরা নিশ্চয়ই বাটীর ভিতর লুণ্ঠনাদি করিবার নিমিত্ত আসিবে। তখন পরিত্রাণের উপায় কি? তুমি এবাটীর সকল স্থানই পরিজ্ঞাত আছ। তুমি জান আমার জনকজননী ভ্রাতা ভগিনী বন্দী হইয়া এই বাটীতেই কোথায় অবরুদ্ধ আছেন। আমার জনক ও সহোদরেরা বীরপুরুষ। যদি আমাকে তাঁহাদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে দস্যুরা তোমাকে বা আমাকে সহজে ধরিতে পারিবে না। তুমি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও, তাহা হইলে এই দেখ, আমার হস্তে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা রহিয়াছে—ইহা তোমার বক্ষে বসাইয়া দিব।

পরিচারিকা দেখিল, বিপদের উপর বিপদ সমুপস্থিত। কাজেই সে লীলাবতীর প্রস্তাবে সম্মত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—*:*:*—

অভীষ্টসিদ্ধি।

সন্ন্যাসীর দল অকস্মাৎ করিম খাঁর বাটী আক্রমণ করায় করিম খাঁর লোকজন প্রথমে যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল। তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। রাজধানীর ভিতর করিম খাঁর ন্যায় পদস্থ ব্যক্তির বাটী আক্রমণ করিতে দস্যুরা সাহসী হইল, ইহাই বিস্ময়ের কারণ। সন্ন্যাসীদলের অকুতোভয়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত আক্রমণ, বীরোচিত ভাব, রণনৈপুণ্যে ও ক্ষিপ্রকারিতা করিম খাঁর অনুচরবর্গের হৃদয়ে মহাভীতি উৎপাদন করিয়াছিল।

করিম খাঁর প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার সিংহদ্বার লৌহকীলকযুক্ত সুদৃঢ় ছিল। সন্ন্যাসীরা সহজে তাহা ভাঙ্গিতে পারিল না। অবশেষে কতিপয় সন্ন্যাসীসহ সচ্চিদানন্দ উদ্যান-প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বাটীর মধ্যে প্রবেশের সুবিধা করিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য, বাটীর অভ্যন্তরে সন্ন্যাসীদিগের সহিত করিম খাঁর অনুচরবর্গের রীতিমত বলপরীক্ষা হইয়াছিল।

উদ্যানবাটীর সান্নিধ্যে গোলযোগ হইতেছে শুনিয়া করিম খাঁ দ্রুতপদে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। সচ্চিদানন্দ ও তাঁহার সঙ্গীদিগের সহিত করিম খাঁর সাক্ষাৎ হইল। তিনি ভীমবেগে সন্ন্যাসীদিগকে আক্রমণ করিলেন। সচ্চিদানন্দ ও তাঁহার দলবল করিম খাঁর পরিচ্ছদাদি দেখিয়াই তাঁহাকে গৃহস্বামী বলিয়া অনুমান করিতে

পারিয়াছিলেন। কাজেই সচ্চিদানন্দ বিদ্যুৎগতিতে করিম খাঁর সম্মুখীন হইলেন। সন্ন্যাসীর দল দেখিয়া প্রথমে করিম খাঁ বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। ভাবিলেন, ইহারা কে? হিন্দু সন্ন্যাসী কি দস্যুতা করে? পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, ইহারা সম্ভবতঃ ছদ্মবেশী দস্যু। ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন—"হিন্দু-কুকুরের উপযুক্ত দণ্ড এখনই দিব"। করিম খাঁ সচ্চিদানন্দকে লক্ষ্য করিয়া অসি উত্তোলন করিলেন। কিন্তু সচ্চিদানন্দ অদ্ভুত অস্ত্রচালনায় তাহা রোধ করিয়া করিম খাঁকে নিমেষের মধ্যে আহত করিলেন। করিম খাঁ ভূতলশায়ী হইলেন। তাঁহার পতনসংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে বাটীমধ্যে প্রচারিত হইল—মুসলমানগণ ভগ্নাশ হইয়া সন্ন্যাসীদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। সন্ন্যাসীরা "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া ত্বরিতপদে বহির্দ্বারের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। বহির্দ্বার উন্মুক্ত হইল—অবশিষ্ট সন্ন্যাসীদল বিনা বাধায় করিমের ভবনে প্রবেশ করিল।

সন্ন্যাসীরা আহত করিম খাঁকে বহন করিয়া একটি প্রকোষ্ঠে শয়ন করাইল এবং ঔষধ দ্বারা ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিল। শোণিতস্রাব তাহাতেই রোধ হইল। পুরজনেরা দেখিল, দস্যুরা কাহারও উপর কোনরূপ অত্যাচার করিল না, কাহারও প্রতি রূঢ় বচন প্রয়োগ করিল না—বরং মিষ্ট বাক্যে মধুর সম্ভাষণে সকলকে আশ্বস্ত করিয়া সপরিবারে দুর্গাদাসকে লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় সচ্চিদানন্দ কেবল করিম খাঁকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গেলেন, "সেলাম খাঁ সাহেব। তোমার পাপের পসরা অত্যন্ত ভারি হইয়াছে। অতঃপর ধর্ম্মে মতি দিলে ভাল হয় না কি?" করিম খাঁ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সচ্চিদানন্দ স্বদলে হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—*::*—

দেবানন্দের দূরদর্শিতা।

আজি পূর্ণিমা। সুনীল নভোমণ্ডল অসংখ্য তারকাদল পরি-বেষ্টিত হইয়া পূর্ণ শশধর প্রাণ ভরিয়া স্বীয় মধুর কিরণজালে ধরিত্রীকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন। চন্দ্রের বিমল জ্যোতিঃ, বন্যকুসুমের মনোহর সৌরভ, মৃদুমন্দ সমীর রাজমহলের সেই উপত্যকা-প্রদেশকে অতীব মনোরম করিয়াছিল। কোথাও ঘন বিটপী-সমাচ্ছন্ন নিবিড় অরণ্যানী, কোথাও উন্মুক্ত প্রান্তর, কোথাও বন্ধুর কঠিন মৃত্তিকাবক্ষে সুবৃহৎ ও ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী, সেই রমণীয় দৃশ্যের অপূর্ব্ব শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। কোথাও ক্ষীণদেহ গিরিনন্দিনীর স্বচ্ছ সলিলপ্রবাহ সুধাংশু কিরণে রজত ধারার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, প্রকৃতি যেন সোহাগভরে সুষুপ্তির ক্রোড়ে শায়িতা। এরূপ সময়ে দেবানন্দস্বামীর মঠে সকলে জাগ্রত কেন? ইঁহারা কি শোকতাপক্লিষ্ট? না আনন্দে উন্মত্ত? যখন সমগ্র দেশ নিদ্রাদেবীর আয়ত্ত, তখন ইঁহারা কিসের ভাবনায় অথবা কিসের উল্লাসে নিদ্রাকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া জাগ্রত রহিয়াছেন?

সেই গিরিগহ্বরস্থ মঠ আজি জনকোলাহলে মুখরিত! মঠে দেবানন্দ স্বামীর সকল শিষ্যই সমাগত। তদ্ব্যতীত সপরিবারে দুর্গা-দাস রায় অবস্থান করিতেছেন। দুর্গাদাস রায় বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো! এখনও বুঝিতে পারিতেছি না, কোন্ কার্য্যে সাধনোদ্দেশ্যে এ অধমের জীবন আপনি দুইবার রক্ষা করিলেন। জাহ্নবীগর্ভে

যখন প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছিলাম, আপনি তখন আমাকে নিবৃত্ত করেন। তাহার পর পাষণ্ড করিমের গৃহে নিশ্চিত কালগ্রাস হইতে আপনিই রক্ষা করিয়াছেন।"

দেবানন্দ স্বামী বলিলেন,—"বৎস! ইহা বিধাতার ইচ্ছা জানিবে। আব্রহ্ম তৃণ পর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে, তাহাতে সেই সর্ব্বকর্ম্মনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর ভগবানের কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত আর কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই। যাহা ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে, তাহা ঘটনা-শৃঙ্খলায় স্থির আছে। যদি এই স্থিরতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে হয়, তবে পরমেশ্বরের ত্রিকালজ্ঞত্বে সন্দেহের আরোপ করিতে হয়। যিনি ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান কালের কর্ত্তা—ত্রিকালজ্ঞ, তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই, ইহা অবিসংবাদী সত্য? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ঘটনা-পরম্পরার স্থিরতা সম্বন্ধেও বিচার করিবার কোন কারণ থাকে না।"

দেবানন্দ স্বামীর ভগবদ্ভক্তির প্রগাঢ়তা বুঝিয়া তাঁহার শিষ্যবৃন্দের নয়নপ্রান্তে প্রেমাশ্রু বহির্গত হইল। দুর্গাদাস পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বুঝিলাম, এ সংসারে কর্ত্তৃত্ব কাহারও নাই। তবে কি আমরা নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিব?"

দেবানন্দ। থাকিবার যো কি? যদি নিশ্চেষ্ট জড়ের ন্যায় অবস্থান করা তোমার ভাগ্যে লিখিত থাকে, তাহা হইলে তাহাই করিতে হইবে; নতুবা যখন যে কার্য্য করা তোমার অদৃষ্টে লিখিত আছে, তখন তাহা তোমাকে করিতেই হইবে। আমার মনে হয়, আমাদিগের সকলেরই সম্মুখে বিস্তৃত কর্ত্তব্য-পথ পতিত রহিয়াছে। সকলকেই একই উদ্দেশ্যে, একই কার্য্য সমাধান-করণার্থ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদিগের এই অপূর্ব্ব সম্মিলনের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

দুর্গাদাস ও শিষ্যবৃন্দ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—আজ্ঞা করুন।

দেবানন্দ। "তোমরা সকলেই জান, পুণ্যশ্লোক না হইলে লোকে দেশের রাজা হইতে পারেন না। এই জন্যই রাজাকে দেবতার অংশ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছে। সেই দেবাংশসম্ভূত রাজা যদি দুষ্ক্রিয়াসক্ত, আসুরিক আচারসম্পন্ন, প্রজাপীড়ক হয়, তাহা হইলে সে রাজ্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে প্রজার পাপের ফলও ঐরূপ ভীষণ হইয়া থাকে। রাজা প্রজা উভয়ের মধ্যেই কর্ত্তব্যচ্যুতি অধিক মাত্রায় ঘটিলে রাজ্য-বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়া থাকে। মুসলমান বহু পুণ্যফলে আর্য্যাবর্ত্তে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। যে সকল গুণে মুসলমান নরপতি বিভূষিত হইয়াছিলেন, যে গুণের জন্য এক সময়ে হিন্দুরাই "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়াছিলেন, সে সকল গুণ এক্ষণে মুসলমান রাজপুরুষদিগের মধ্য হইতে ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। কাজেই ধরিত্রী ভারগ্রস্তা হইতেছেন। নিরীহ দুর্গাদাস রায়ের উপর অকথ্য অত্যাচার কি মুসলমান রাজপুরুষদিগের কুপথ-গমনের অন্যতম পরিচয়স্থল নহে? এই দুর্গাদাস রায়ের ন্যায় এমন কত লোক প্রপীড়িত হইতেছে, তাহার সংখ্যা কে করে? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, মুসলমানদিগের রাজত্ব কালের অবসান হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। কোথায় শ্বেতদ্বীপ, আর কোথায় ভারতবর্ষ। শ্বেতদ্বীপের অধিবাসীরা এ দেশে নবাগত। কিন্তু তাহা হইলেও নানা গুণে তাহারা এদেশবাসীর চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইতেছে। তাহা-দিগের এই প্রভুত্ব-স্থাপন কি বিবর্ত্তনের একটা চিহ্ন নহে?

"একদিকে মুসলমান চরিত্র যেরূপ কলঙ্কিত হইয়া কালিমাময় হইতেছে, অন্যদিকে ইংরাজ চরিত্র তদ্রূপ সর্ব্বালঙ্কৃত ভাবে এদেশ-

বাসীর নয়নসম্মুখে পরিস্ফুটিত হইতেছে। ন্যায়পরতা, সত্যপ্রিয়তা, লোকরঞ্জন মনুষ্যের প্রধান গুণ। ইংরেজ চরিত্রে ইহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমার মনে হয়, ভগবান প্রপীড়িত বঙ্গবাসীর দুঃখরাশি অপনোদনের নিমিত্ত, এদেশের ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয়ের নিমিত্ত ইংরেজ বণিককে এদেশে আনয়ন করিয়াছেন। ইংরেজই এদেশের একছত্রী নরপতি হইবেন।

"আমি যতদূর অবগত হইয়াছি, তাহাতে এদেশের শাসনপদ্ধতি অপেক্ষা ইংরেজের শাসন-প্রণালী সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই বৈপরীত্য চমৎকার। আমাদের দেশে রাজাই সর্ব্বেসর্ব্বা ; তাঁহার অভিরুচির উপর শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। নরপতি যদি বিবেচক, তীক্ষ্ণদর্শী ও বিচক্ষণ হন, তাহা হইলেই প্রজার সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়। রাজা দুষ্টমতি, প্রপীড়ক হইলে প্রজার ধনপ্রান নিরাপদ হয় না। ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী কিন্তু অন্যবিধ। তথায় রাজা প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতিনিধিবর্গের পরামর্শানুক্রমে সর্ব্ববিধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। প্রজাবৃন্দের সুখ দুঃখ, ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রজার প্রতিনিধিমণ্ডলী রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিবার নিমিত্ত রাজাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। নরেশও তদনুরূপ কার্য্য করিতে সম্মতি প্রকাশ করেন। এই সুপ্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত রাজ্যশাসন-প্রথা যে সর্ব্বজনপ্রিয়, তাহা বলা বাহুল্য।

"কেবল এই শাসন-প্রণালীর শ্রেষ্ঠতা নহে, অন্যান্য কারণেও লোকে ইংরেজের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছে। ইংরেজের ন্যায়-নিষ্ঠতা, সত্যবাদিতা সর্ব্বজনপ্রশংসিত। শুনিয়াছি শ্বেতদ্বীপে ভূপতি হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত একই বিধির অধীন। একদা ইংলণ্ডের প্রথম

চার্লস নামক অধিপতি প্রচলিত বিধির মস্তকে পদাঘাত করিয়া যথেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। এমন সর্ব্বগুণান্বিত, মহানুভব জাতি যদি ভারতের একচ্ছত্রী শাসক হন, তাহা হইলে ভারতে শুভ দিনের উদয় হইবে—এদেশে বর্গী, প্রভৃতির উৎপাত হ্রাস হইবে, শান্তির শীতল ছায়ায় অবস্থান করিয়া ভারতবাসী সর্ব্বাঙ্গীন সুখভোগ করিবে।

"বৎসগণ! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। তিনি আমাদিগকে বিদ্যাবুদ্ধি, হিতাহিত-বিবেচনা-শক্তি, জ্ঞান,ধর্ম্ম প্রভৃতিতে ভূষিত করিয়াছেন। ঐ সকলের দ্বারা আমরা তাঁহার ইঙ্গিত মত পরিচালিত হইয়া থাকি এবং কর্ত্তব্য নির্ণয় করি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও উহাব দ্বারা আমাদিগকে কর্ত্তব্য-নির্ণয় করিতে হইবে। নবাব সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজ বণিকের বিরুদ্ধে কলিকাতা যাত্রা করিতেছেন। এই প্রবল শক্তিদ্বয়ের সংঘর্ষের ফলে যাহারা দুস্থ, বিপন্ন ও আর্ত্ত হইবে, তাহাদিগের সাহায্যার্থ যথাশক্তি কার্য্য করিতে হইবে। কর্ত্তব্যপালনের ইহাই উপযুক্ত অবসর। যাঁহারা আমাদিগের দেশে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা হিন্দুই হউন, মুসলমানই হউন, আর খৃষ্টানই হউন, এক্ষণে আমাদিগের স্বদেশবাসী বলিলে অন্যায় হয় না। সুতরাং তাঁহাদিগের ক্লেশোপনোদনে, সেবা শুশ্রূষায় রত হওয়া কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যপালনার্থ—আমার ইচ্ছা—সকলেই কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করি। মঠ রক্ষার্থ সচ্চিদানন্দ, পরমানন্দ, প্রেমানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ থাকুন।

সকলেই দেবানন্দ স্বামীর আদেশ নতশিরে গ্রহণ করিলেন। দেবানন্দ স্বামী পুনরপি বলিতে লাগিলেন,—" সংসারক্লিষ্ট জীব যে যেখানে আছে, সকলেরই সেবায় ব্রতী হওয়াই জীবের প্রধান ধর্ম্ম। তোমরা আগামী কল্য কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিবে। তথায়

জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ বিচার না করিয়া বিপন্ন ও আর্ত্তের সেবা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিবে। দেখিও, শত্রু-মিত্র ভেদজ্ঞান তোমাদিগের হৃদয়ে যেন স্থান না পায়।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

প্রণয়ের ফাঁদ।

সিরাজুদ্দৌলা সসৈন্যে কলিকাতায় ইংরেজ বণিকদিগের কুঠি আক্রমণার্থ আসিতেছেন, এ সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ইংরেজেরা যথাসাধ্য নবাবের কোপ প্রশমনার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে ইংরেজ দুর্গাদি সুদৃঢ়ীকরণ, আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন প্রভৃতি করিতেও বিরত হইলেন না। ইংরেজ বণিকগণ সেই অল্প সময়ের মধ্যে যথাসাধ্য বলসঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। উমিচাঁদের বাটীতেও সকলের বদনে উদ্বেগের চিহ্ন প্রকটিত হইল। রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভীত হইলেন। তিনি ইংরেজের ভরসায় কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইংরেজ বণিকদলকে বিপন্ন দেখিয়া তাঁহার ভয়ের অবধি রহিল না। কৃষ্ণবল্লভ ধন প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত ইংরেজ কুঠির কর্ত্তা ড্রেক সাহেবের নিকট গমনাগমন করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল, কৃষ্ণবল্লভ উমিচাঁদের বাটীতে অবস্থান করিবেন না—ধনরত্নাদি লইয়া ইংরেজের দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

রাজা রাজবল্লভ ঢাকায় অবস্থান কালীন ইংরেজের উপর অত্যাচার করিতে ত্রুটী করেন নাই। তিনি ছলে বলে কৌশলে ইংরেজ বণিকের নিকট হইতে অর্থাদি গ্রহণ করিতেন। এক্ষণে

সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ত হওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণবল্লভের আনীত অর্থ ইংরেজের কোষ পূর্ণ না করিলে প্রায়শ্চিত্ত হয় কিরূপে?

এদিকে কলিকাতায় দুর্গমধ্যস্থিত একটী প্রকোষ্ঠে ম্যানিংহ্যাম সাহেব ও বিবি মেরী গভীর পরামর্শে রত ছিলেন। ম্যানিংহ্যাম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মেরি! তুমি কি ঠিক জান, কৃষ্ণবল্লভ ধনসম্পত্তির বিশেষ কোন বন্দোবস্ত করে নাই? ধূর্ত্ত উমিচাঁদ উহার কি কিছু আত্মসাৎ করে নাই?

মেরী। ম্যানিংহ্যাম! তুমি কি জান না, শ্বেতরমণী সহজে মিথ্যা কথা বলে না—বিশেষতঃ তাহার প্রণয়াস্পদের নিকট।

ম্যানিংহ্যাম। মেরি, আমার হৃদয়রাজ্যের অধিশ্বরী মেরি! তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইও না। আমি তোমার কথায় অবিশ্বাস করি নাই। তবে তুমি অবলা—যদি আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সকল পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিতে না পারিয়া থাক, কোন দিকে সাবধানতার ত্রুটী হইয়া থাকে, তজ্জন্যই তোমাকে বারংবার ঐরূপ প্রশ্ন করিতেছিলাম।

প্রণয়ীর প্রিয় সম্ভাষণে নারীর হৃদয় উথলিয়া উঠে। ম্যানিংহামের প্রেমপূর্ণ বাক্যে মেরী হাতে স্বর্গ পাইল। ভাবিল,—"ধরাধামে আমিই ধন্যা ও সুখী!" মেরী আত্মহারা হইয়া ম্যানিংহামের গলদেশ ভুজদ্বারা বেষ্টন করত প্রেমপূর্ণ নয়নে চাহিল। সে দৃষ্টিতে কত অর্থ, কত ভাব নিহিত আছে, তাহা প্রেমিক ব্যতীত অন্যের বোধাতীত।

মেরী বলিল,—"প্রিয়তম! যতদূর সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, আমি তাহা করিয়াছি। কৃষ্ণবল্লভের পত্নীর নিকট হইতে সকল সংবাদই পাইয়াছি।

ম্যা। নবাবের কলিকাতা আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কথা শুনিয়াছ কি?

মে। বিশেষ কোন কথা শুনি নাই। আচ্ছা, নবাব কি সত্য সত্যই কলিকাতা আক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন? তাহা হইলে প্রাণাধিক! আমাদিগের দশা কি হইবে?

ম্যা। আমরা যেরূপ সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে নবাবের কলিকাতা আক্রমণ করিবার প্রকৃত ইচ্ছা আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ শওকতজঙ্গ এখনও জীবিত আছে—নবাবের শত্রুতা সাধনে বিরত হন নাই। কে বলিতে পারে, সিরাজুদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শওকতজঙ্গ নবাবের পদে সমাসীন হইতে পারেন না। নবাব সিরাজুদ্দৌলা সে দিবস শওকতজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়া অকস্মাৎ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আমাদিগের বিশ্বাস, অর্থাভাবই ইহার কারণ। ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি অপেক্ষা আমাদিগকে অধিকতর ধনশালী দেখিয়া সম্ভবতঃ আমাদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করাই নবাবের উদ্দেশ্য। ইহার নিমিত্তই এই যুদ্ধায়োজনের বিভীষিকা প্রদর্শন।

মে। ভগবান তাহাই করুন—নবাবের কলিকাতা আক্রমণ সংবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হউক। কিন্তু যদি আমাদিগের অনুমান সত্য না হয়, যদি প্রকৃতই নবাব আমাদিগকে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে কি হইবে?

ম্যা। আমি সকল উদ্‌যোগ ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। নবাবের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। তাহার পর যদি কোনক্রমে আমরা এদেশ হইতে পলায়ন করিয়া স্বদেশে উপনীত হইতে পারি, তাহা হইলেও আমাদিগের অর্থের

আবশ্যক। এই অর্থ সংগ্রহ করা সম্বন্ধে আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি। ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিলে আমাদিগের সৌভাগ্যের আর সীমা থাকিবে না। মেরি! মেরি! তখন তুমি আমার সহধর্ম্মিণী—অঙ্কশায়িনী হইবে। সে দিন কবে আসিবে?

মেরী। আমার জীবনসর্ব্বস্ব ম্যানিংহাম! তুমি ভবিষ্যতের সুখৈশ্বর্য্যের দৃশ্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটন করিয়া আমাকে পাগল করিতেছ। প্রাণাধিক! আমিও সেই দিনের অপেক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া আছি।

ম্যানিংহাম মেরীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের জন্য বলিলেন, —"মেরী! এখন বিদায় দাও। যেরূপে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তাহারই উদ্‌যোগ আয়োজন করিতে হইবে। যাহাতে ব্যর্থমনোরথ না হই, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। তুমি ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড সাহেবকে সত্বর আমার নিকট প্রেরণ করিবে। নবাবের সম্বন্ধে অতঃপর কর্ত্তব্য কি, তাহা নির্দ্ধারণার্থ অদ্য ড্রেক সাহেব এক সভা আহ্বান করিয়াছেন। ঐ সভায় ইতিকর্ত্তব্যতা স্থিরীকৃত হইবে।"

ম্যানিংহাম সাহেবের কথায় মেরী প্রাণটাকে ছিঁড়িয়া বিদায় লইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বনাশের সূচনা।

প্রবল প্রতাপান্বিত উমিচাঁদ আজি স্বকীয় প্রাসাদে চিন্তাকুল হৃদয়ে বসিয়া রহিয়াছেন। ইংরেজের সহিত যাহাতে নবাবের সংঘর্ষ না ঘটে, তৎপ্রতি উমিচাঁদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হয় নাই। ইংরেজ বণিকদল উমিচাঁদের দ্বারা নবাবের নিকট নানারূপ অনুনয় বিনয় করিয়া সন্ধি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। নবাব সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতায় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া সুবিধাজনক প্রস্তাবে ইংরেজ বণিককে বাধ্য করিতে কৃতসংকল্প হন। কাজেই উমিচাঁদের প্রস্তাবমত কলিকাতা-আক্রমণ-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে নবাব সম্মত হন নাই। উমিচাঁদ উভয় পক্ষেরই হিতৈষী ছিলেন। এই বিবাদে এক পক্ষের যে সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা তিনি স্থির জানিতেন। তিনি তাহা ভাবিয়াই ক্ষুণ্ণ হইলেন।

এদিকে নবাবের অনুমতিক্রমে দীপচাঁদকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইতে হইয়াছে। নবাব অকস্মাৎ দীপচাঁদকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন কেন? উমিচাঁদ ইহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। তিনি যে স্বয়ং মুর্শিদাবাদে গমন করিবেন, তাহারও উপায় নাই। কারণ, তাহা হইলে ইংরেজ বণিকদল তাঁহার উপর সন্দেহ করিতে পারেন। কাজেই বাধ্য হইয়া উমিচাঁদকে কল্পনার সাহায্যে ইহার মীমাংসায় উপনীত হইতে হইল।

আজি সেই প্রাসাদতুল্য বিস্তৃত ভবনের সভাগৃহে বিষণ্ণ মনে উমিচাঁদ বসিয়াছিলেন। নিকটে দুর্গাদাস রায় ও কতিপয় কর্ম্মচারী উপবিষ্ট। তিনি দুর্গাদাস রায়কে বলিলেন, "তোমার বিপদের সকল কথাই শুনিয়াছি। কি করিব? যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে কোনরূপ সাহায্য করিতে সাহসী হইতে পারিলাম না। তুমি ত দেখিতে পাইতেছ, দেশে এখন যেন দুই প্রভু সমুদিত হইয়াছে। নবাবের যেরূপ মনোভাব, নবাবের হৃদয় আমাদিগের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষ যেরূপ সন্দেহবিষ-দিগ্ধ করিয়াছে, তাহাতে নবাবের কোপানলে পতিত হইলে সহজে নিস্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। সিরাজুদ্দৌলা বুদ্ধিমান হইলেও, আজীবন মাতামহের স্নেহে লালিত পালিত হওয়ায় উদ্দাম যৌবনসুলভ নানাদোষের আকর হইয়াছেন। এদিকে আবার ইংরেজ কুঠির সাহেবদিগের উপর তাঁহার পূর্ব্বাপর সন্দেহ আছে। ইংরেজ বণিকও আমাদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন বলিয়া মনে হয়। তবে ইংরেজ বড়ই বুদ্ধিমান, তাই সহজে মনোভাব প্রকাশ করেন না। ইংরেজ বণিকেরা মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে যে আমাকে সন্দেহ করিয়া থাকেন, আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারি।

দুর্গাদাস। করিমের অত্যাচারের কথা আপনি বোধ হয় সকলই শুনিয়াছেন। আমি এরূপ প্রপীড়িত হইয়াছিলাম যে, একদা গঙ্গা-বক্ষে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম। তাহার পর এক মহাপুরুষ আমাকে উদ্ধার করেন। সুদ্ধ এই একবার নহে, তাঁহার অনুগ্রহেই আমি করিমের কবলমুক্ত হই। যাহা হউক, এখন আমা-দিগের কর্ত্তব্য কি? সেই মহাপুরুষই আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার বাক্যাবলী শ্রবণ করিলে তাঁহাকে

ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি বলিয়াছেন, বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার প্রজাপুঞ্জের পরীক্ষাস্থল. সমুপস্থিত হইয়াছে। আবার সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ অপেক্ষা আমার এবং বিশেষ আপনার ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের বিশেষ সম্ভাবনা। তাই তিনি আপনাকে সাবধানে পাদবিক্ষেপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। একদিকে রাজা—দেবতা। অন্যদিকে ন্যায়পরায়ণ, নীতিকুশল, প্রতিপালক ইংরেজ বণিক। যাঁহারই বিপক্ষতাচারণ করা যাইবে, তাঁহাতেই প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। যতদূর সম্ভব, নিরপেক্ষভাবে কার্য্য করা আমাদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, দুস্থের সাহায্য, আর্ত্তের শুশ্রূষা করাই আমাদিগের যেন জীবনের ব্রত হয়।

উমিচাঁদ। মহাপুরুষের কথা শুনিয়াছি। তিনি সিদ্ধ পুরুষ। তুমি ভাগ্যবান, তাই তাঁহার দর্শন পাইয়াছ। আমার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে তাঁহার পদধূলি লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতাম। তিনি যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা যে সম্পূর্ণ দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমিও তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করিতেছি।

এই সময়ে জনৈক প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল, কলিকাতা কুঠি হইতে ম্যানিংহাম সাহেব মহারাজের সহিত সত্বর সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী। উমিচাঁদ তাঁহাকে সভায় আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ম্যানিংহাম আসিলে উমিচাঁদ তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক আপ্যায়িত করিলেন। ম্যানিংহাম আসন পরিগ্রহ করিয়াই বলিলেন, "মহারাজ! নবাবের ক্রোধ কি কিছুতেই উপশমিত হইবে না?"

উমি। আমি সাধ্যের ত্রুটী করি নাই। কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না।

ম্যা। আমাদিগের বিশ্বাস, আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন নাই। নবাব সরকারে আপনার যেরূপ প্রতিপত্তি, তাহাতে আপনার প্রয়াস বিফল হইবার কোন কারণই ত পরিলক্ষিত হইতেছে না।

উ। আপনি কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাহেন?

ম্যা। আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছি না, তবে আমাদিগের ধারণার কথাই বলিতেছি। আচ্ছা! যখন নবাব কলিকাতা আক্রমণ করিতে কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না, তখন আপনার দ্বারা আমরা রায়দুর্ল্লভ, মির্জাফর প্রভৃতিকে যে উৎকোচ প্রদান করিয়াছি, তাহা প্রত্যর্পিত করান।

উ। সাহেব! এরূপ অসম্ভব কথার প্রস্তাব করিতেছেন কেন? আপনারা কি জানেন না, নবাব-সভায় যাহা 'পূজা' স্বরূপ প্রদত্ত হয়, তাহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না। এই ত নূতন নহে; নবাবের অমাত্য-বর্গকে কতবার 'পূজা' দেওয়া হইয়াছে, কত বার কার্য্য সিদ্ধি হয় নাই, তথাপি তাহা কি ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে?

ম্যা। মহারাজ! ইংরেজ আপনার বিরুদ্ধাচরণ কখন করে নাই। কিন্তু আপনি কৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক ইংরেজকে বিপন্ন করিতেছেন, কলিকাতা কুঠির অধিকাংশ কর্ম্মচারীর ইহাই বিশ্বাস। তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে আপনার সহোদরকে আপনি এ সময়ে মুর্শিদাবাদে পাঠাইবেন কেন? আমাদিগের অবস্থানাদি, সৈন্যবলাদির সংবাদ প্রেরণ করা আপনার উদ্দেশ্য বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। আর এক কথা। এই দুর্গাদাস রায়ই বা এত দিবস পরে আপনার নিকট সমাগত কেন? দুর্গাদাস রায় নবাবের হস্তে লাঞ্ছিত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। হঠাৎ উদ্ধার পাইয়া নবাবের পক্ষ হইতে আপনার নিকট আসিয়াছে, এরূপ অনুমানও অনেকে করিতেছেন!

উমি। সকল অনুমানই অমূলক। ইংরেজ বণিক আমার সহিত যেরূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই, আমিও তদ্রূপ জ্ঞাতসারে ইংরেজ বণিকের কোন অনিষ্টাচরণ করি নাই। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, ইংরেজ বণিকেরা হঠাৎ আমাকে অবিশ্বাস করিতেছেন কেন? দীপচাঁদকে আমি স্বেচ্ছায় মুর্শিদাবাদে পাঠাই নাই—নবাব বাহাদুরের আজ্ঞায় পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছি—ইহাও ইংরেজ বণিকদিগের অগোচর নাই। তাহার পর দুর্গাদাস রায়ের কথা। ইনিও আমার স্থায় বহুদিবস হইতে ইংরেজের বাণিজ্য ব্যবসায়ে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। অধিকন্তু আমার সহিত ইঁহার অত্যধিক সম্প্রীতি আছে। সুতরাং কারামুক্ত হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করণাভিপ্রায়ে কলিকাতায় আগমন বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান কেন হইবে, বুঝিতে পারিলাম না।

ম্যা। মহারাজের বাক্‌চাতুর্য্য, যুক্তিকৌশল চমৎকার বটে,, কিন্তু মহারাজ বোধ হয় জানেন না, মুশলমান নবাবের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপপূর্ব্বক কার্য্য করা যত সুবিধাজনক ও সহজ, বুদ্ধিমান ইংরেজ বণিককে প্রতারিত করা তত সুবিধাজনক ও সহজ নহে। আমাদিগের বিশ্বাস ছিল, মহারাজ কৃষ্ণবল্লভ প্রকৃতই নবাবের ক্রোধ-বহ্নিতে ভস্মীভূত হইবার আশঙ্কায় আমাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে মনে হইতেছে, তাহাও ছলনা মাত্র। এরূপ অনুমান করিবার কয়েকটী কারণ পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। এক্ষণে অন্য যে প্রমাণ উপস্থিত করিব, তাহা শ্রবণ করিয়া মহারাজ বোধ হয় যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবেন। বুঝিতে পারিবেন, ইংরেজ বণিক মূর্খ মুশলমান কর্ম্মচারী নহে।

উ। আপনার কথার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছি

না। ইংরেজ যে চতুর, ধীশক্তিসম্পন্ন, তাহা জানিতে আমার বাকী নাই। জানিয়া শুনিয়া কে কবে নিদাঘের উত্তপ্ত বালুকাকণা হইতে উদ্ধার পাইবার মানসে অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিয়া থাকে? আপনারা আমার বিশ্বস্ততার বিরুদ্ধে কি অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছেন, বলুন?

ম্যা। চরাধিপতি রাজা রামরাম সিংহের সহিত মহারাজ পরিচিত কি? রাজা রামরাম সিংহ নবাবের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নহেন কি? সেই রামরাম সিংহ গোপনে আপনার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই দূতের নিকট যে পত্র ছিল, তাহা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। মহারাজের সকল কৌশলই ব্যর্থ হইয়াছে!

উ। দশচক্রে ভগবান ভূত হন, এরূপ একটি প্রবাদ আছে। আমরা হিন্দু, সত্যের অপলাপ করিতে অভ্যস্ত নহি। আপনারা দূতের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, অন্যের পত্র যেরূপে হস্তগত করিয়াছেন বলিতেছেন, তাহা আপনাদিগের ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ জাতির উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই। দেশের লোকে মুশলমান রাজত্বে বিব্রত হইয়াছে। আপনাদিগের সরলতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সহৃদয়তার উপর দেশের প্রজা সাধারণের ক্রমশঃ আস্থা স্থাপিত হইতেছে। নতুবা কলিকাতায়, আপনাদিগের কুঠির আশ্রয়ে, বাস করিবার জন্য লোকে এত ব্যগ্র হইবে কেন? আপনাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলে ধনপ্রাণ নিরাপদ হইবে, এই বিশ্বাসে কৃষ্ণবল্লভও কলিকাতায় আসিয়াছেন, আমিও এখানে বাস করিতেছি। আপনাদিগের এ ব্যবহার নীতিবিগর্হিত হয় নাই কি?

তাহার পর, রাজা রাম রাম সিংহ কি পত্র লিখিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা ও আমি অবগত নহি। যদি তর্কানুরোধে

স্বীকারই করা যায় যে, সেই পত্রে ইংরেজ বণিকের শত্রুতা করিতে রাজা আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তাহাতে আমার দোষ কিসে সপ্রমাণ হইল? রাজা রামরাম সিংহ পত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সহিত আমি কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছি এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে কি?

ম্যা। "আমি আপনার কথার শেষাংশ হইতে উত্তর প্রদান করিব। পত্রে লিখিত আছে, 'নবাব ইংরেজ কুঠি আক্রমনার্থ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন। যুদ্ধের ফলাফল যাহা হয় হইবে—কিন্তু যাহাতে দেশীয় লোক কোনরূপ কষ্ট না পায়, তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত। নবাবেরও তাহাই ইচ্ছা। আপনি কলিকাতার দেশীয় অধিবাসীদিগকে নিরাপদ স্থানে গমন করিতে বলিবেন এবং আপনিও তদনুরূপ কার্য্য করিবেন।"

"এখন কথা হইতেছে, রাজা রামরাম সিংহ আপনাকে পত্র লিখিলেন কেন? দ্বিতীয় কথা, আপনার যাহাতে কোনরূপ অনিষ্ট না হয়, তজ্জন্য নবাব পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন কেন? ইহা হইতেই কি বুঝা যাইতেছে না যে, আপনার সহিত নবাবের ভিতরে ভিতরে কোনরূ ষড়যন্ত্র চলিতেছে।"

"তাহার পর আমাদিগের পত্র গ্রহণ ও পাঠের কথা; স্থান-কাল-পাত্রোচিত ব্যবহার নীতিবহির্ভূত নহে। কূট-রাজনীতির মর্ম্ম অবগত থাকিলে আপনি আমাদিগের কার্য্যে দোষারোপ করিতেন না। দুরদর্শিতা, জটিল রাজনীতিজ্ঞান প্রভৃতির অভাবে মুশলমান রাজত্বের অধঃপতন হইতেছে।"

দুর্গাদাস রায় এতক্ষণ নীরব ছিলেন, তিনি স্বপক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই। তিনি এক্ষণে বলিলেন, "সাহেব!

যদি আপনার কথাই সত্য হয়, তাহা হইলেও আমাদিগের সরলতাই সপ্রমাণ হইতেছে না কি? দুঃখের বিষয়, এতদিবস ইংরেজ বণিকের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া এক্ষণে আমরা অবিশ্বাসের পাত্র হইয়াছি। মহারাজ উমিচাঁদ যদি ইংরেজ বণিকের উপর বিরূপই হইতেন, তাহা হইলে এত কৌশল অবলম্বন করিবেন কেন, তিনি ইচ্ছা করিলে ফুৎকারে ইংরেজ বণিককে এদেশ হইতে উড়াইয়া দিতে পারিতেন ত।"

ম্যানিংহাম সাহেব দুর্গাদাস রায়ের শেষোক্ত কথায় বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। বিষবৃক্ষ রোপিত হইল। ইহার ফলে উমিচাঁদের সর্ব্বনাশ হইল।

ম্যানিংহাম চলিয়া যাইবার পর উমিচাঁদের কুটুম্ব ও কোষাধ্যক্ষ হাজারিমল্ল বলিলেন, মহারাজ! কুঠির ইংরেজ বণিকদিগের মনোভাব ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমার ইচ্ছা, ধনজন লইয়া মহারাজ কলিকাতা ত্যাগ করুন।"

দুর্গাদাস রায়ও এই পরামর্শ অনুমোদন করিলেন। দুর্গাদাস রায়ের কথিত সন্ন্যাসীদিগের আশ্রমে পুরমহিলা ও ধন রত্নাদি প্রেরণ করা হইবে, স্থির হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ইংরেজের মন্ত্রণা।

নবাব সিরাজুদ্দৌলা বিপুল সৈন্যসহ প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন, কলিকাতায় ইংরেজ বণিকেরা ইহা বেশ বুঝিলেন। তাঁহারা নবাবকে তুষ্ট করণার্থ অর্থ প্রদানের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। নবাবের প্রধান অমাত্যবর্গকে 'পূজা' দিতে ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। নবাব অর্থের প্রয়াসী হইয়া কলিকাতা আক্রমণে সমুদ্যত হন নাই। তিনি ইংরেজ বণিককে স্বীয় প্রতাপ বুঝাইবার জন্য, সম্পূর্ণ বশীভূত করণাভিপ্রায়ে এই অভিযান করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ইংরেজ বণিক এক্ষেত্রে প্রথম হইতেই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন! এক্ষণে আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কর্ত্তব্য অবধারণার্থ সত্বর মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করিলেন। এই সভায় কলিকাতা কুঠির যাবতীয় উচ্চ কর্ম্মচারী সমবেত হইয়াছিলেন।

কলিকাতা কুঠির অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমরা বণিকবেশে এদেশে অবস্থান করিলেও, বীরের জাতি, বীরপুত্র। নবাব সৈন্য অগণিত হইলেও শৃগাল কুকুরের ন্যায় আমাদিগের মরা উচিত নহে। পদদলিত হইলে নিরীহ ভেকও আত্মরক্ষার্থ সমুদ্যত হয়। মরিতে হয়, আমরা বীরের ন্যায় মরিব।"

হলওয়েল সাহেব বলিলেন, "ড্রেক সাহেবের কথাই ঠিক। নবাব আমাদিগকে অকারণে শত্রু-পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। ফরাসীর সহিত ইংরেজের জলস্থলে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল: সে সময়ে চন্দননগর হইতে ফরাসাদিগের আমাদিগকে আক্রমণ করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। ফরাসীরা কলিকাতা কুঠি আক্রমণ করিলে নবাব সিরাজুদ্দৌলা কিছু আমাদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া ফরাসী-দমনে অগ্রসর হইতেন না! এরূপ স্থলে জীর্ণ দুর্গের আবশ্যকোচিত সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়া কি বিষম অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে?"

ম্যাকেট সাহেব বলিলেন, "কেবল ইহাই নহে। আমাদিগের উপর আরোপিত দোষাবলীর খণ্ডনার্থ যদি যুক্তি প্রদর্শন করাতেও আমাদিগের কোনরূপ অপরাধ হইয়া থাকে, তাহাও মার্জ্জনা করিতে আমরা নানারূপ অনুনয় বিনয় সহকারে নবাব সমীপে প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইয়াছে। নবাব যদি সুবিচার করিতেন, আমাদিগের দেশের ন্যায় এদেশে শাসনদণ্ড পরিচালন করিবার যদি প্রথা থাকিত, যদি নবাব স্বেচ্ছাচারী না হইতেন—তাহা হইলে নবাব অকারণে আমাদিগের উপর এরূপ ক্রুদ্ধ হইতে পারিতেন না, আমাদিগের দণ্ড বিধানে অগ্রসর হইতেন না।"

কাপ্তেন মিন্‌চিন্ বলিলেন, "নবাবের রোষের দ্বিতীয় কারণ কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় প্রদান। কৃষ্ণবল্লভ অতিথিরূপে আমাদিগের শরণাগত হইয়াছে। আমরা কোন্ নীতি—কোন্ ধর্ম্ম—অনুসারে, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিব? আমরা খৃষ্টান, ন্যায় ধর্ম্মে জলাঞ্জলী দিয়া আতিথ্যসৎকারে বিমুখ হইতে আমরা কখনই পারি নাই, পারিব না। নবাবের যদি কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকিত, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে তিরস্কার না করিয়া বরং পুরস্কার প্রদান করিতেন।"

কাপ্তেন গ্রাণ্ট বলিলেন, "আমরা যখন ন্যায়ধর্ম্মের পক্ষাবলম্বী—নির্দ্দোষ—তখন ভগবান আমাদিগের সহায় হইবেন। নবাবের বিরুদ্ধে আমরা বাধ্য হইয়া অস্ত্রধারণ করিতেছি, ইহাতে আমাদিগের তিলমাত্র অপরাধ নাই। তবে কথা হইতেছে, কলিকাতা হইতে গূহ্য সংবাদ কিরূপে নবাবের কর্ণগোচর হয়? এ গুপ্তশত্রু কে?"

ম্যানিংহাম সাহেব বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, উমিচাঁদই সর্ব্ব অনিষ্টের মূল। দুর্বৃত্ত আমাদিগের আশ্রয়ে বাস করিয়া আমাদিগের অনিষ্টাচরণে বিরত হয় নাই। ইহার নিমিত্ত তাহাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করা উচিত।"

ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড" বলিলেন, আমারও তাহাই অভিমত। উমিচাঁদকে বন্দী করিয়া দুর্গ মধ্যে রাখা হউক। তাহার কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করা হউক। ইহাতে কেবল যে ষড়যন্ত্রকারী শত্রুর প্রতি উপযুক্ত দণ্ড বিধান করা হইবে, তাহা নহে, এরূপ আদর্শ শাস্তিতে অন্য সকলেও ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণে নিবৃত্ত হইবে।"

হলওয়েল সাহেব বলিলেন, "এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের সম্মান রক্ষা হয়, তদুপায় নির্দ্ধারণ করা বিধেয়। আর সময় নষ্ট করা অনুচিত। কলিকাতার প্রবেশ-পথে, মহারাষ্ট্রীয় খাতের সান্নিধ্যে. পেরিং দুর্গ হইতে নবাব সৈন্যের গতিরোধ করিতে হইবে। যদি ইংরেজের বীরত্ব সন্দর্শন করিয়া নবাব ভীত হন, তাহা হইলে সেই সুযোগে আবার নবাবকে অর্থ দান করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলে, সম্ভবতঃ তিনি সম্মত হইতে পারেন। সুতরাং নবাবের তুষ্টি সম্পাদনার্থ অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হওয়া সম্ভব। উমিচাঁদের নিকট হইতে এই অর্থলাভ করা ব্যতীত আমি অন্যোপায় দেখিতেছি না। উমিচাঁদের

নিকট ঋণ স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করা হউক। নবাব তুষ্ট হইবার পর আবার উমিচাঁদকে সুদসহ ঋণ পরিশোধ করিলেই চলিতে পারে।

ম্যা। উমিচাঁদকে অর্থ প্রত্যর্পণ করা আমাদিগের অত্যধিক উদারতা প্রদর্শন করা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। নতুবা তাহার ষড়যন্ত্রের—আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টার—সমুচিত শাস্তি স্বরূপ বলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করা আমি অন্যায় মনে করি না। চরাধিপতি রাম রামসিংহ যে গুপ্ত-চর উমিচাঁদের নিকট পাঠাইয়াছিল, আমাদিগের সতর্ক দৃষ্টি না থাকিলে, তাঁহাকে ধরিতে না পারিলে, উমিচাঁদের ষড়যন্ত্রের কথা আমার কিছুতেই ত অবগত হইতে পারিতাম না।"

গুপ্তচরের কথায় সভাস্থ সকলেই গর্জ্জিয়া উঠিলেন। অতঃপর বহু তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল, উমিচাঁদের নিকট প্রথমে অর্থ চাহিতে হইবে। উমিচাঁদ যদি সহজে অর্থ প্রদানে সম্মত না হন, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা হইবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্যান।

মুরলা। কি হ'বে দিদি? নবাবের ক্রোধাগ্নিতে ইংরেজ বণিক ত ভস্মীভূত হইবেই, কিন্তু আমাদিগের উপায় কি?

লক্ষ্মী। ভয় কি বোন্! রাজাবাহাদুরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কৌশলে সকল বিপদই কাটিয়া যাইবে। রাজা বাহাদুর ত তোমার স্বামীকে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—'আপনি যখন আমার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন, তখন আপনার কেশাগ্রও যাহাতে নবাব স্পর্শ করিতে না পারেন, আমি তাহা করিব।' ছোট রাজাকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইবার সময় তোমাদের সম্বন্ধে নবাব বাহাদুরকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিবার জন্য রাজা বাহাদুর বলিয়া দিয়াছেন। তোমরা আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছ বলিয়া নবাব আমাদের উপরও যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। যাহাতে তাঁহার সেই ক্রোধ প্রশমিত হয়, তোমার স্বামী নিষ্কৃতি পান, রাজা বাহাদুর তাহারই জন্য সতত সচেষ্ট। বুদ্ধিবলে তিনি কৃতকার্য্যও হইবেন।

মুরলা। রাজা উমিচাঁদ ব্যতীত অন্য কেহ আমার স্বামীকে রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়াই শ্বশুর মহাশয় তোমাদের আশ্রয়ে আমাদের পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাদের জন্য তোমরাও ভাই বিপন্ন হইয়াছ!

লক্ষ্মী। সে কি কথা? মানুষ মানুষের সাহায্য করে না ত অন্য কেহ করে কি? বিপদ্ না হইলে সাহায্যের প্রয়োজন কি?

সম্পদের সময় কাহাকেও সাহায্য করিতে হয় না। তুমি কি আমাদের "পর" ভাবছো ?

মুরলা। না ভাই! তোমাদের "পর" ভাবিলে আমরা কি এখানে আসিতে পারিতাম! তোমাদের যত্ন, আদর, এজন্মে ভুলিতে পারিব না! এ ঋণের পরিশোধ দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু ভাই! তবুও আমার মনে যেন কোথা থেকে আশঙ্কার উদয় হচ্ছে! সদা সর্ব্বদাই মনে হ'চ্ছে, যেন সম্মুখে মহা বিপদ সমুপস্থিত। বিপদের কালচ্ছায়া চক্ষের উপর নৃত্য করিতেছে। ভাই! তুমি কি মনে কর, নবাব আমাদিগকে বিনাদণ্ডে অব্যাহতি দিবেন ?

লক্ষ্মী। নিশ্চয়! সেদিন রাজাবাহাদুর বল্‌ছিলেন, নবাব সিরাজুদ্দৌলা যেরূপ সরল প্রকৃতির লোক, তাহাতে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযানে কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করিলে —সকল দোষই মার্জ্জনা হইবে। আর এক কথা। তোমার শ্বশুর মহাশয়ের সহিত নবাব সিরাজুদ্দৌলা যে সন্ধি করিয়াছেন, তাহাতে তোমার স্বামীকে ক্ষমা করা একটী সর্ত্ত স্থির হইয়াছে।

মুরলা। আচ্ছা! মেরী কয়দিন আইসে নাই কেন? দিদি! মেরীর চক্ষু দুইটা দেখিলে আমার মনে বড় ভয় হয়। মনে হয়, উহা সয়তানের চক্ষু—অমঙ্গলের সহচর। মেরীর দৃষ্টি কুটীলতামাখা। আচ্ছা! ইংরেজ বণিক আমাদের লইয়া যাইবার জন্য কৈ লোকজন ত পাঠাইল না ?

লক্ষ্মী। ইংরেজ বণিক এক্ষণে আপনা লইয়াই ব্যস্ত—

লক্ষ্মীর কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে উমিচাঁদের পত্নী মায়াদেবী তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "রাজাবাহাদুরের ইচ্ছা, যথাসম্ভব ধনরত্ন লইয়া পুরমহিলারা কলিকাতা ত্যাগ করত স্থানান্তরে

গমন করেন। ইংরেজ বণিকেরা নাকি রাজাবাহাদুরের উপর বিরক্ত হইয়াছে। পাছে কোন বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় তিনি এই উপায় অবলম্বন করিতেছেন। সে দিবস দুর্গাদাস রায় মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে ইংরেজ কুঠির এক ফিরিঙ্গিও মহারাজের নিকট আসিয়াছিল। ফিরিঙ্গির কথা শুনিয়া রাজাবাহাদুর ও দুর্গাদাস রায় চঞ্চল হইয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, নবাবের সহিত ইংরেজের বল পরীক্ষার ফলাফল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এক ব্রহ্মচারীর আশ্রয়ে আমাদিগকে থাকিতে হইবে। তা বোন্, তোমরা ছেলেমানুষ, তোমাদের জন্যই ভয় বেশী। যাইতে হয়, তোমরা যাও। বাস্তু ভিটা ছাড়িয়া আমি কিন্তু যাইব না। আমি রাজা বাহাদুরের পায়ে ধরিয়া এখানে থাকিবার অনুমতি চাহিয়া লইব।”

লক্ষ্মী। দিদি! যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদিগের মতে কোন কার্য্য করাই উচিত বলিয়া বোধ হয় না। স্থানান্তরে যাইতে হয়, যাইব। কলিকাতায় নবাব-সেনা প্রবেশ করিলে কাহার ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে?

মু। কি কুক্ষণেই নবাবের কোপনয়নে আমরা পড়িয়াছি। আমরা যদি কলিকাতায় না আসিতাম, ইংরেজ যদি আমাদের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত না হইত, তাহা হইলে ঢাকাতেই আমাদের ভাগ্য-পরীক্ষা হইয়া যাইত—এখানে আসিয়া তোমাদের এরূপ বিপন্ন করিতে হইত না।

মা। মুরলা ঐরূপ কথা বলিলে বস্তুতই আমাদের বড় কষ্ট হয়। কাহারও জন্য কাহারও বিপদ হয় না, অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই ঘটে। যাহা হউক, আমার কিন্তু বাড়ী ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে

মন সরিতেছে না। যদি আমাদের বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে রাজাবাহাদুরেরও ত বিপদ ঘটিবে! তাহার পর, ঠাকুরপো মুর্শিদাবাদে গিয়াছেন, তাঁহার বিপদেরও ত ইয়ত্তা থাকিবে না! সকলকে বিপদ-সাগরে ফেলিয়া আমরা যে প্রাণ বাঁচাইতে পলাইব, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।

ল। দিদি, যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের কথা কি রাজাবাহাদুর শুনিবেন? পুরমহিলার মান সম্ভ্রম রক্ষা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য বলিয়া রাজাবাহাদুর হয় ত আমাদিগের আপত্তি উড়াইয়া দিবেন।

ম। ঠিক্ বলিয়াছ ভগিনি! রাজাবাহাদুর ঐ কথাই বলিয়াছেন। আমি তাঁহার কথায় আপত্তি করায় তিনি ঐ কথা বলিয়াই আমাকে নিরুত্তর করিয়াছেন।

ল। ভগবান্ আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, তিনিই এ বিপদ হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন। রাজাবাহাদুর যখন আমাদের যাইবার জন্য আদেশ দিয়েছেন, তখন যাইতেই হইবে।

মা। দুর্গাদাস রায় কয়েকজন সন্ন্যাসীর সহিত শিবিকাদি লইয়া অদ্য রাত্রিতেই উপস্থিত হইবেন। আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে রাজাবাহাদুর আদেশ করিয়াছেন। চল আমরা প্রস্তুত হইগে।

এই সময়ে বিবি মেরী তথায় উপস্থিত হইল। মেরী বলিল, "মুরলা দিদির অদ্য আমাদিগের দুর্গে যাইবার কথা আছে।"

মায়া বলিলেন, "ধন্য তোমাদের সাহস! তোমাদের আক্রমণ করিতে নবাব আসিতেছেন, অথচ তোমাদের মুখে একটুও ভয়ের চিহ্ন নাই।"

মে। ভয় করিয়া কি করিব? তোমরা ভয় করিয়াই বা কি করিতেছ?

মা। আমরা ভয়ে ঘর বাড়ী ছেড়ে পলাইবার উপক্রম করিতেছি।

মেরীর উপর লক্ষ্মী দেবীর প্রথমাবধি সন্দেহ ছিল। পাছে মায়া দেবীর কথায় গুপ্ত-রহস্য মেরীর নিকট প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলিলেন "না বিবি! দিদির কথা শোন কেন? আমরা আবার কোথায় যাব?"

মে। লক্ষ্মী বহিন্! আমার কাছে কথা গোপন করিতেছ দেখিতেছি। তোমরা মনে কর আমরা কিছু জানি না। কিন্তু তোমাদের পলায়নের কথা আমরা সব জানি।

বলা বাহুল্য, বিবি মেরী প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার মানসে মিথ্যা কথার অবতারণা করিয়াছিল। নতুবা সত্য সত্যই ইংরেজ বণিকেরা উমাচাঁদের পুরাঙ্গনাদিগের স্থানান্তরে গমনের কোন কথাই বিদিত ছিল না।

এমন সময়ে এক পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, "রাজাবাহাদুর গৃহকর্ত্রীকে আহ্বান করিতেছেন। দুর্গাদাস রায় কতিপয় সন্ন্যাসীসহ শিবিকা লইয়া আসিয়াছেন।" মেরী আর কোন কথা কহিল না, সকল ব্যাপার বুঝিয়া ত্বরিতগতিতে সে স্থান ত্যাগ করিল। মায়া, লক্ষ্মী ও মুরলা অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বিধিলিপি।

ইংরেজ বণিক শুনিলেন, যে কৃষ্ণবল্লভের জন্য তাঁহাদিগের এত বিপদ, যে কৃষ্ণবল্লভের পিতা ঢাকায় অবস্থানকালীন তাঁহাদিগের শত্রুতাচরণে ত্রুটী করেন নাই, যে কৃষ্ণবল্লভের পিতা তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাপর সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পরামর্শ দিয়া আসিয়াছেন—ঘাসেটী বেগমের নামে সিরাজুদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে স্বতঃপরতঃ সচেষ্ট বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন, সেই কৃষ্ণবল্লভের পিতা রাজা রাজবল্লভ সিরাজুদ্দৌলার সহিত ইংরেজের বিপক্ষে এক্ষণে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন। ইংরেজের আর ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। ইহার উপর আবার পবন পাবকের সহায় হইল। ম্যানিংহ্যাম ও ফ্যাঙ্কল্যাণ্ড সাহেবদ্বয় কৃষ্ণবল্লভ ও উমিচাঁদের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগের কর্ণে নানারূপ কুমন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিলেন। কাজেই সহজেই কৃষ্ণবল্লভ ও উমিচাঁদের উপর ইংরেজ বণিকদের বিষম সন্দেহের উদয় হইল। ম্যানিংহ্যাম কৌশলে সভাস্থ ড্রেক প্রভৃতি উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে আদেশ বাহির করিয়া লইলেন যে, কৃষ্ণবল্লভ ও উমিচাঁদকে বন্দী করিয়া ইংরেজ দুর্গে রাখা হইবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের গ্রীষ্মাতিশয্যে মনুষ্য মাত্রেই ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছে, দিবাভাগে—মনুষ্যের কথা ত দূরে—বন্য জন্তুরও গ্রীষ্ম প্রকোপে তিষ্টান

ভার হইয়া পড়িয়াছে। রাত্রি সমাগমে ধরিত্রী কথঞ্চিৎ যেন শীতল হয়, গ্রীষ্মের প্রতাপ কিছু হ্রাস হয়। আমরা যে সময়ের আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতেছি, সে সময়ে কলিকাতা শ্বাপদসঙ্কুল থাকিলেও লোকে শীতল বায়ু সেবনার্থ গৃহের বাহির না হইয়া থাকিতে পারিত না। আজি নৈশান্ধকারে ইংরেজ সেনা বীরদর্পে দুর্গমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া উমিচাঁদের প্রাসাদাভিমুখে চলিয়াছে—ইহা দেখিবার নিমিত্তও নাগরিকেরা গৃহের বাহিরে আসিয়াছে। সকলেই দেখিল, ম্যানিংহ্যাম সাহেবের নেতৃত্বে ইংরেজ সেনা পরিচালিত হইতেছে।

সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণোদ্দেশে আসিতেছেন, তাঁহারই গতিরোধার্থ ইংরেজ হয় ত কুচকাওয়াজ করিতেছে, অথবা কুঠি রক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছে, নাগরিকদিগের প্রথমে ইহাই অনুমান হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ সেনা যখন উমিচাঁদের প্রাসাদাভিমুখে চলিল, তখন লোকের মনে নানারূপ সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। ইতঃপূর্ব্বে উমিচাঁদের বাটী হইতে কতিপয় পুরমহিলা স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার উপর ইংরেজ সেনার অভিযান, দেশীয়-দিগের মনে সন্দেহ ও ভয়ের সঞ্চার করিল। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া ব্যাপার দেখিবার জন্য উমিচাঁদের প্রাসাদের দিকে গমন করিল।

ম্যানিংহ্যাম ও ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড সাহেব স্বদলে উমিচাঁদের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। উমিচাঁদের দ্বাররক্ষক জগন্নাথ সিংহ তাহাদিগের গতিরোধ করিল। উভয় দলে বিষম যুদ্ধ বাধিল। উমিচাঁদের অনুচরবর্গ এরূপ আকস্মিক আক্রান্ত হওয়ায় এবং সংখ্যার অল্পতা-নিবন্ধন সত্বরই পর্য্যস্ত হইল। তখন জগন্নাথ সিংহ সিংহদ্বার পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরের দ্বারদেশে কতিপয় দ্বাররক্ষক সহ দণ্ডায়মান হইল। ম্যানিংহ্যাম সর্ব্বপ্রথমে প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক

সম্মুখেই কৃষ্ণবল্লভকে দেখিতে পাইলেন। তখনই তাঁহার হস্ত বন্ধন করিয়া সামান্য তস্করের ন্যায় রাজপথে বাহির করিয়া আনিলেন। তাহার পর ক্রাঙ্কল্যাণ্ড সাহেব ঐরূপ অবস্থায় উমিচাঁদকে লইয়া আসিলেন। ইংরেজ সেনা বাটী লুণ্ঠন করিতে লাগিল। যখন অন্তঃপুর অভিমুখে ইংরেজ সেনা ছুটিল, তখন জগন্নাথ সিংহ আবার সিংহ-পরক্রেমে তাহাদের গতিরোধ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিল। কিন্তু মুষ্টিমেয় লোকে সেই বহুসংখ্যক ইংরেজ সেনার আক্রমণে বাধা প্রদানে সমর্থ হইবে কেন? জগন্নাথ সিংহ যখন দেখিল, ফিরিঙ্গী সেনার গতিরোধ করা অসম্ভব, তখন উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যে উমিচাঁদের অন্নে জগন্নাথ সিংহ বহুকাল প্রতিপালিত হইয়াছে, সেই উমিচাঁদের অসূর্য্যম্পশ্যা কুলকামিনীদিগের উপর ফিরিঙ্গীরা অত্যাচার করিবে, ইহা জগন্নাথ সিংহ প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারে কি? জগন্নাথ সিংহ জাতিতে রাজপুত। পাঠান আক্রমণে রাজপুত-রমণী কিরূপে প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিয়া সতীত্ব রক্ষা করিত, জগন্নাথ তাহা বাল্যকালে গল্পচ্ছলে শুনিয়াছিল। রাজপুতের ধমনীতে তখন উষ্ণ শোণিত বহিতেছিল। জগন্নাথ ভাবিল, তুচ্ছ এ জীবন, যখন প্রভুর অন্তঃপুরবাসিনীদিগের মান সম্ভ্রম ও জাতি কুল রক্ষা করিতে পারিলাম না। জগন্নাথ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিল এবং তন্মধ্যে রমণীদিগকে প্রবেশ করিতে পরামর্শ দিল। এই সময়ে ইংরেজ সেনা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে লাগিল। জগন্নাথ উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বহস্তে পুরস্ত্রীদিগের মস্তক ছেদন করিতে লাগিল। জগন্নাথ বুঝিল, ইহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি ফিরিঙ্গীর করস্পর্শে হিন্দু রমণীর কায়া কলুষিত হওয়া উচিত নহে। জগন্নাথ আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিল না—

করিবার অবকাশ পাইল না—স্বহস্তে ত্রয়োদশটী পুরললনার কুসুম কোমল দেহ হইতে শিরঃ বিচ্ছিন্ন করিল। তখন জগন্নাথ উন্মত্ত—বাহ্যিক জ্ঞানপরিশূন্য। উমিচাঁদের অন্তঃপুরে শোণিত ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এদিকে চিতাকুণ্ডের ধূমে অন্তঃপুর আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বহ্নিদেব লোলজিহ্বা বিস্তারপূর্ব্বক উমিচাঁদের সেই মনোরম প্রাসাদ গ্রাস করিতে উদ্যত করিল। অগ্নি বিস্তার হওয়ায় চারিদিক ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। জগন্নাথ প্রভু-পরিবারকে নিহত করিয়া স্বয়ং আত্মহত্যা করণ মানসে স্বীয় বক্ষে সজোরে অসিফলক বিদ্ধ করিল। বলা বাহুল্য, সেই আঘাতেই জগন্নাথ সিংহ ধরাশায়ী হইল। ফিরিঙ্গীরা এরূপ দৃশ্য কখন দেখে নাই। তাহারা ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না; ভাবিল, জগন্নাথ সিংহ নিমকহারাম, নরপিশাচ। দেশীয়েরা কিন্তু বিপরীত ভাবে জগন্নাথের কার্য্যাবলীর অর্থ গ্রহণ করিল, তাহারা জগন্নাথকে দেবতা জ্ঞান করিল।

ইংরেজ সেনা যখন দেখিল, তাহাদিগের বিরুদ্ধে স্বয়ং ব্রহ্মা দণ্ডায়মান হইয়াছেন, হুতাশন-প্রকোপ হইতে আর কিছুই উদ্ধার করা সম্ভবপর নহে—তখন তাহারা উমিচাঁদের বাটী ত্যাগ করিল—সামান্য দস্যু তস্করের ন্যায় কৃষ্ণবল্লভ ও উমিচাঁদকে দুর্গাভিমুখে টানিয়া লইয়া চলিল। নাগরিকেরা হায় হায় করিতে লাগিল। উমিচাঁদ বলিতে লাগিলেন, "আমি মহাপাপী! ম্যানিংহাম সাহেব! আমার একেবারে প্রাণ সংহার কর! কেন এরূপে আমাকে যন্ত্রণা দিয়া মারিতেছ?" উমিচাঁদ তখন উন্মত্তপ্রায়—

এদিকে এই ব্যাপার যখন ঘটিতেছিল, তখন অদূরে বনান্তরালে কতিপয় সন্ন্যাসী সহ দুর্গাদাস লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন।

দুর্গাদাস রায়ের এক একবার প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল, ফিরিঙ্গী সেনাকে আক্রমণ করিয়া উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভকে উদ্ধার করেন। কিন্তু দেবানন্দ ব্রহ্মচারীর আদেশে তিনি তাহা হইতে বিরত হইতে বাধ্য হইলেন। দেবানন্দ ব্রহ্মচারী স্পষ্টই বলিয়াছেন, মুসলমান ফিরিঙ্গীর বিবাদে তাঁহার শিষ্যবৃন্দ অস্ত্রধারণ করিবে না—তাঁহারা দুঃখক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের দুঃখ বিমোচনেই নিরত থাকিবে। ফিরিঙ্গী সেনা জয়োল্লাস করিয়া চলিয়া যাইবার পর, সন্ন্যাসীরা ফিরিঙ্গীর অলক্ষিতে দুর্গাদাস রায়ের প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইল। আহত জগন্নাথ সিংহকে তাহারা উঠাইয়া লইল। উমিচাঁদের প্রাসাদাভ্যন্তরে সেই প্রজ্জ্বলিত বহ্নিরাশির মধ্যে সন্ন্যাসীরা যেন মন্ত্রপূত দেবতার ন্যায় প্রবেশ করিল। বাটীর যেস্থানে তখনও অগ্নি প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই—সেই স্থানে কতিপয় অন্তপুরাঙ্গনা তখনও কম্পিত কলেবরে আর্তনাদ করিতেছিল। সন্ন্যাসীরা তাহাদিগকেও উদ্ধার করিয়া সেই লোমহর্ষণ দৃশ্য পরিত্যাগ করিল। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। যে ইংরেজ বণিক উমিচাঁদের ধনাগারে অর্থাগমের পথ শতমুখে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই ইংরেজের কোপে পতিত হইয়া উমিচাঁদ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কারাবন্দী হইলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

---o---

কোন্ পাপে।

কলিকাতার উপকণ্ঠে—মহারাষ্ট্রীয় খাতের পরপারে, জাহ্নবী তীরে কয়েকটী পর্ণকুটীরে দেবানন্দ ব্রহ্মচারী সশিষ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। এই স্থানেই মায়াদেবী, মুরলা, ও লক্ষ্মীদেবী আনীতা হইয়াছেন। দেবানন্দ স্বামী বসিয়া আছেন। অদূরে উত্তাল তরঙ্গমালা বক্ষে ধারণ করিয়া ভাগিরথী ভীমবেগে সাগরোদ্দেশ্যে প্রধাবিতা হইতেছেন। দুই এক দিবসের মধ্যেই কলিকাতার যে প্রলয় উপস্থিত হইবে, তাহার পূর্ব্বাভাস প্রকাশ মানসে প্রকৃতি সতী যেন অদ্য ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে আকাশ নির্ম্মল ছিল, এক্ষণে তাহা জলদপটলসমাচ্ছন্ন হইয়াছে। রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকারে নদীতীরস্থ বৃক্ষরাজি পিশাচবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রবল বায়ুবেগে বিটপীশ্রেণীর পল্লবাদি-সঞ্চারণজনিত শন্‌শন্ শব্দ জলকল্লোলের সহিত সম্মিলিত হইয়া পৈশাচী ভাষার যেন অবতারণা করিতেছিল। সেই গভীর নিশীথে, ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া দুর্গাদাস রায় সন্ন্যাসীগণ সহ মৃতকল্প জগন্নাথ সিংহকে স্কন্ধে ও কতিপয় স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া উপনীত হইলেন। জগন্নাথ সিংহের তখন আদৌ সংজ্ঞা ছিল না। জগন্নাথ সিংহকে তদবস্থায় দেখিয়া দেবাদন্দ স্বামী স্তম্ভিত হইলেন। ব্যাপার কি, তাহা জিজ্ঞাসা করায়, দুর্গাদাস রায় সকল কথাই বিশদভাবে বর্ণনা করিলেন। দেবানন্দ স্বামী

তখনই একটা ঔষধ দ্বারা জগন্নাথ সিংহের ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিলেন। মুরলা, লক্ষ্মী ও মায়াদেবী তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশের সংবাদ শ্রবণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। দেবানন্দ ব্রহ্মচারী নানারূপে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। মায়াদেবী বলিলেন, "প্রভো! কোন্ পাপে আমাদিগের এই সর্ব্বনাশ হইল? স্বামী কারাগারে, আত্মীয় স্বজন নিহত, গৃহাদি ভস্মীভূত। আর কাহার মুখ চাহিয়া জীবন ধারণ করিব? গঙ্গাগর্ভে এ জীবন বিসর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ।" মায়াদেবী, লক্ষ্মী, মুরলা সকলেই রোদন করিতে লাগিল। তাঁহাদিগের সে সময়ের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যাইত। জিতকাম, সংসারাসক্তিশূন্য নির্ম্মায়িক দেবানন্দ স্বামীরও অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

দেবানন্দ স্বামী চিত্তবেগ সংবরণ করিয়া বলিলেন, "জীবমাত্রই কর্ম্মফলাধীন। সকলই যে কেবল বর্ত্তমান জন্মের ফলভোগ করিয়া থাকে, তাহা নহে, অনেক সময়ে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্যের ফল ভোগও করিতে হয়। রাজা কৃষ্ণবল্লভই বল, আর উমিচাঁদই বল, হয় ইহ জন্মে এরূপ কোন পাপ করিয়াছেন, যাহা আমরা অবগত নহি, নতুবা পূর্ব্ব জন্মের পাপ ছিল, তাহারই ফলভোগ করিতেছেন। এই বিশ্বচরাচরে কর্ম্মহীন কি কর্ম্মশূন্যভাবে কেহই অবস্থান করিতে পারে না। সুতরাং ইহার নিমিত্ত অনুতাপ বা শোক করা অনুচিত। যে সম্বন্ধ প্রবল ভাবিয়া আমরা সুখে আনন্দ এবং বিপদে মুহ্যমান হইয়া পড়ি, সে সম্বন্ধ জীবনাবধি ব্যতীত আর কিছুই নহে। নদী-বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে দুইটী কাষ্ঠফলক একত্র হইয়া আবার যেরূপ পৃথক হইয়া যায়—পরস্পরে কোন সম্বন্ধ থাকে না—মানব-জীবনের সম্বন্ধও তদ্রূপ। তোমরা যাঁহাদিগের জন্য দুঃখ প্রকাশ

করিতেছ, শোকার্ত্ত হইতেছ—জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে এবং দেহত্যাগের পরে তাহাদিগের সহিত তোমাদিগের কোন সম্বন্ধ ছিল বা থাকিবে কি? মৃত্যুর পর, মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী, শ্বশুর শ্বশ্রু, স্বামী স্ত্রী, শত্রু মিত্র প্রভৃতি কোন সম্বন্ধ থাকে কি? তখন একের দুঃখ মোচনের নিমিত্ত অন্যে অগ্রসর হয় না বা কোনরূপ কাতরতা প্রকাশ করে না। সুতরাং এই মায়া-প্রপঞ্চে বদ্ধ জীব নিরন্তর যে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি, তাহা বৃথা ও অনিত্য এবং সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহা কর্ম্মসূত্রনিবন্ধন ঘটিতেছে, ইহা স্থির জানিও। ইংরেজ বণিক যদি অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহা হইলে তন্নিমিত্ত নিশ্চয়ই ফলভোগ করিতে হইবে। আজি হউক, কালি হউক, অথবা জন্মান্তরে হউক, ইহার ব্যতিক্রম কখনই ঘটিবে না, ঘটিতে পারে না। তাই বলিতেছিলাম, তোমরা বৃথা আক্ষেপ করিয়া শরীর ও মনের ক্লেশোৎপত্তি কেন করিতেছ? যাহা হইবার হইয়াছে। অতীত কর্ম্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ না করিয়া, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালে কি কর্ত্তব্য, তাহাই নির্দ্ধারণ কর। বৎস দুর্গাদাস! তুমি জগন্নাথ সিংহের বিশেষ সেবা শুশ্রূষা কর, যাহাতে সে সত্বর সুস্থতা লাভ করে, তজ্জন্য সচেষ্ট হও। নবাব সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতার উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়াছেন। আমার ইচ্ছা, এই জগন্নাথ সিংহকে এবং তোমাকে লইয়া নবাব বাহাদুরের সহিত আগামী কল্য সাক্ষাৎ করি।"

দু। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। কিন্তু আমাকে করিম খাঁর কারাগার হইতে সন্ন্যাসীর দল বলপূর্ব্বক মুক্ত করিয়াছে, রাজধানীতে করিমের ন্যায় জনৈক পদস্থ ব্যক্তির বাটীতে দস্যুতা করিয়াছে, ইত্যাদি কথা নবাব বাহাদুরের সম্ভবতঃ কর্ণগোচর হইয়াছে। আমি

শুনিয়াছি, স্বয়ং করিম খাঁ এই সংবাদ লইয়া নবাবের নিকট আগমন করিয়াছে। প্রভো! এরূপ অবস্থায় আমাদিগের নবাবের নিকট গমন করা যুক্তিসঙ্গত কি ?

দে। করিম খাঁ আসিয়াছে বলিয়াই আমি নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অধিকতর অভিলাষী।

ল। প্রভো! আমাদিগের উপায় কি হইবে ?

দে। বৎসে! ভীত হইও না। যাহাতে রাজা উমিচাঁদ এবং কৃষ্ণবল্লভ মুক্ত হন, আমি তদুপায় করিব।

মা। নবাব আমাদিগের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি যদি আমাদিগের এখানে অবস্থানের কথা অবগত হন, তাহা হইলে আমাদিগেরও পরিত্রাণের বোধ হয় সম্ভাবনা থাকিবে না।

দে। যাহাতে তোমাদিগের নূতন কোন বিপদ না ঘটে, তৎপ্রতি আমার বিশেষ দৃষ্টি আছে। আমার বিশ্বাস, নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিলে তিনি ক্রোধের পরিবর্ত্তে সমবেদনাই প্রকাশ করিবেন। নবাব যদি কলিকাতা অধিকারে কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভ তাঁহার হস্তে পতিত হইবেনই। তখন তাঁহার রোষানল হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করা কঠিন হইবে।

দেবানন্দ ব্রহ্মচারীর উদ্দেশ্য তখন সকলেই বুঝিল। লক্ষ্মী, মায়াদেবী ও মুরলা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

নবাবের সভা।

এখন যে স্থান বরাহনগর নামে খ্যাত, নবাব সিরাজুদ্দৌলা সসৈন্যে তথায় শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন। সম্মুখেই মহারাষ্ট্র খাত অসম্পূর্ণ অবস্থায় পতিত। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে নবাব বাহাদুর সভায় পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত হইয়া সমাসীন হইয়াছেন। কোন্ পথে কলিকাতায় প্রবেশ করিবার সুবিধা হইবে, তাহার চিন্তাতেই সকলে মগ্ন। সম্মুখে পেরিং দুর্গে রণসাজে ইংরেজ সেনা অবস্থিত। এ দিকে গঙ্গাবক্ষে ইংরেজের রণপোত ভাসিতেছে। সুতরাং খাত অতিক্রম করিয়া, শত্রু সেনা পরাস্ত করিয়া, নগরে প্রবেশ অনায়াস-সাধ্য বা সুবিধাজনক নহে। পার্শ্বে বন্যজন্তুপূর্ণ জঙ্গল। কাজেই সকল প্রকার অসুবিধা হইলেও, খাত অতিক্রম করা ব্যতীত অন্যোপায় নাই, স্থির হইল।

এরূপ সময়ে দুর্গাদাস রায় ও জগন্নাথ সিংহকে সমভিব্যাহারে লইয়া দেবানন্দ স্বামী সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। দেবানন্দ স্বামীর তেজঃপুঞ্জ বদনমণ্ডল দেখিয়া নবাব সিরাজুদ্দৌলার মনেও ভক্তির উদ্রেক হইল। করিম খাঁ দুর্গাদাস রায়কে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল।

আগন্তুকেরা যথাবিধি অভিবাদন করিবার পর নবাব সিরাজুদ্দৌলা সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে সন্ন্যাসীর কি প্রয়োজন?"

দে। সাহানসা! অধীন আপনার জনৈক দীন হীন প্রজা! নরপতির সুখ দুঃখে প্রজা সমভাগী হইয়া থাকে। রাজার সুখে অরণ্যে বাসও ক্লেশদায়ক হয় না। জাহাপনা! আপনার রাজ্যে প্রকৃতিপুঞ্জ যদি আপনার অজ্ঞাতে অত্যাচারিত হইতে থাকে, তাহা আপনার কর্ণগোচর করান উচিত। কারণ অপরাধীর দণ্ডবিধানের কর্ত্তা আপনি ব্যতীত ইহলোকে আর কে আছে? আর কেবল তাহাই নহে। অপরাধী দণ্ডিত না হইলে—রাজ্যে অত্যাচার অবিচার অব্যাহত থাকিলে—আপনারই কলঙ্ক প্রচারিত হইবে। তাই, অসময় হইলেও, হুজুরের সমীপে অভিযোগ উপস্থিত করিতে ইঁহারা আসিয়াছেন।

সি। আমার কোন্ প্রজার উপর কে অত্যাচার করিয়াছে, বলুন? আপনার সমভিব্যাহারে এই দুইজন লোকই বা কে?

দে। হুজুর! আমার সঙ্গীদ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম দুর্গাদাস রায় এবং অন্য জনের নাম জগন্নাথ সিংহ।

দুর্গাদাস রায়ের নাম শুনিবামাত্র সিরাজুদ্দৌল্লা ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এই পাপিষ্ঠই, ধূর্ত্ত উমিচাঁদের সহিত সম্মিলিত হইয়া, আমার শত্রুতাচরণ করিয়াছে, ইংরেজ বণিককে সাহায্য করিয়াছে? করিম খাঁর নিকট আমি ইহার সকল দুষ্কার্য্যেরই সংবাদ পাইয়াছি। আমার আদেশে করিম খাঁ উহাকে হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া বন্দী করিয়াছিলেন। যে সন্ন্যাসীর দল রাজাদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, আমার রাজধানীতে দস্যুতা করিয়া, দুর্গাদাস রায়কে মুক্ত করিয়াছে, সেই সন্ন্যাসীর দলের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ আছে নাকি? যদি থাকে, তাহা হইলে তোমাকেও অচিরে তজ্জন্য দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

দে। জাহাপনা! আপনি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নবাব, হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা। নরপতির দায়িত্ব অতীব গুরুতর, ইহা আপনার অবিদিত নাই। যিনি লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের অধিপতি—যাঁহার ইঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ প্রজার সুখ দুঃখ সমুদিত হইয়া থাকে, ভাগ্যনেমী বিঘূর্ণিত হইয়া থাকে—তিনি যদি স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারপরায়ণ, নির্ব্বোধ হন,—তিনি যদি মনে করেন, বিলাসিতার সুকোমল শয্যায় শয়ন করাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম,—তাহা হইলে তাঁহাকে মহাপাপের ভাগী হইতে হয়, তাঁহার কৃতকর্ম্মের ফল সত্বর উপভোগ করিতে হয়। প্রজার হাহাকারে—যিনি রাজার রাজা, পাতসাহের পাতসাহ—সেই পরম করুণানিদান জগদীশ্বরের আসন টলিয়া যায়, রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজুদ্দৌলা তদনুরূপ হন নাই। আপনার হৃদয় দয়া-দাক্ষিণ্যমণ্ডিত; প্রজারঞ্জনের ইচ্ছা আপনার আছে। তবে যৌবনের চাঞ্চল্যে আপনার যে কখন পদস্খলন হয় না, তাহা বলিতে পারা যায় না। সাহানসা! সন্ন্যাসীর স্পষ্টবাদিতায় ক্রুদ্ধ হইবেন না। আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না, মিথ্যাকে ঘৃণা করি এবং 'সত্যের জয় সর্ব্বত্র হয়' ইহা বিশ্বাস করি। এই যে দুর্গাদাস রায়ের সম্বন্ধে হুজুরের বিশ্বাস জন্মিয়াছে, ইহা ভিত্তিহীন কি না, তাহা কি নবাব বাহাদুর কখনও অনুসন্ধান করিয়াছেন? কেবল করিম খাঁর কথার উপর নির্ভর করিয়াই সকল কার্য্য করা আপনার কর্ত্তব্য হইয়াছে কি?

সি। সন্ন্যাসী! আমার সম্মুখে এ ভাবে এ পর্য্যন্ত কেহ কথা কহিতে সাহসী হয় নাই। তোমার নির্ভীকতায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম। আমি জানি, সত্যবাদী ব্যতীত, কেহ কখন এরূপ নির্ভীক

ভাবে কথা কহিতে পারে না। তুমি কি বলিতে চাহ, দুর্গাদাস রায় নির্দ্দোষ ?

দে। জাহাপনা! আমি সহস্র বার দুর্গাদাস রায়কে নির্দ্দোষ, রাজভক্ত প্রজা বলিতে পারি। সাধ্য থাকে, করিম খাঁ ইহার প্রতিবাদ করুন।

সভাস্থ সকলের দৃষ্টি তখন করিম খাঁর দিকে বিন্যস্ত হইল। দেবানন্দ ব্রহ্মচারীর কথা শুনিয়া এবং ব্রহ্মচারীর উজ্জ্বল চক্ষু হইতে সে সময়ে যে জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইতেছিল, সেই জ্যোতিতে করিম খাঁকে অভিভূত হইতে দেখিয়া সকলের মনেই করিম খাঁর অপরাধের কথা স্থির হইল। করিম খাঁর অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গেল—করিম খাঁ বাতাতাড়িত কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। করিম খাঁকে নিরুত্তর দেখিয়া দেবানন্দ ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন, "সুবে বাঙ্গলার নবাবের নিকট এক্ষণে দুর্গাদাস রায় ও এই জগন্নাথ সিংহ অভিযোক্তারূপে আসিয়াছে। দুর্গাদাস রায়ের কন্যার রূপে মোহিত হইয়া, দুর্গাদাস রায়কে পাপ প্রস্তাবে সম্মত করাইতে না পারিয়া, দুর্গাদাস রায়ের কন্যাকে হস্তগত করণাভিপ্রায়ে, এই নীচাত্মা নরাধম করিম খাঁ মিথ্যা দোষারোপপূর্ব্বক সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, তাহাকে সপরিবারে বন্দী করিয়া আনিয়া তাহার কন্যার সতীত্ব নাশের চেষ্টা করিয়াছে। যিনি দেশের রাজা, তিনি জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বিচার করিবেন, প্রজারা ইহাই আশা করে। দুর্গাদাস রায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হউক, ইহাই সন্ন্যাসীর প্রার্থনা।

"দ্বিতীয় অভিযোগ—ইংরেজ বণিকদিগের মধ্যে ম্যানিংহাম ও ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড নামক দুই ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে। করিম খাঁর কৌশলে যেরূপ দুর্গাদাস রায়ের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, ম্যানিংহামের কৌশলে তদ্রূপ

উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। উভয়ে এক্ষণে ইংরেজ দুর্গে বন্দী। উমিচাঁদের পত্নী ও ভ্রাতৃজায়া এবং কৃষ্ণদাসের পত্নী নিকটস্থ এক পর্ণকুটীরে বাস করিতেছে। উমিচাঁদের সেই প্রাসাদ ফিরিঙ্গীরা লুণ্ঠন করিয়াছে। পাছে ম্লেচ্ছেরা পুরমহিলাদিগের উপর কোনরূপ অত্যাচার করে, সেই আশঙ্কায় এই প্রভুভক্ত দৌবারিক জগন্নাথ সিংহ ত্রয়োদশটী মহিলার স্বহস্তে শিরশ্ছেদন করিয়াছে। অগ্নি প্রকোপে উমিচাঁদের সেই প্রাসাদসদৃশ মনোহর অট্টালিকা ভস্মীভূত হইয়াছে।

সি। উত্তম হইয়াছে।—যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল পাইয়াছে। উমিচাঁদ এতাবৎকাল আমাদিগের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া অবশেষে আমারই বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল—ফিরিঙ্গীর পক্ষাবলম্বন করিতে ত্রুটী করে নাই।

দে। হুজুরের এ অনুযোগও অমূলক। ইংরেজ বণিক উমিচাঁদকে অবিশ্বাস করে; ভাবে, সে নবাব বাহাদুরের পক্ষাবলম্বী। পক্ষান্তরে আপনি তাঁহাকে ইংরেজ বণিকের সহায়তাকারী বলিতেছেন! ইহার মধ্যে কোনটিই যথার্থ নহে। উমিচাঁদ উভয় পক্ষেরই হিতৈষী। যাহাতে বিবাদ না ঘটে, তজ্জন্য উমিচাঁদ বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছে। উমিচাঁদের বিরুদ্ধে যে আপনার নিকট মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছে, সে সম্ভবতঃ কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির আশায় ঐরূপ করিয়া থাকিবে।

"পরিশেষে সন্ন্যাসীদলের দ্বারা করিম খাঁর বাটী লুণ্ঠনের কথা, রাজধানীতে দস্যুতার অভিযোগ। হুজুর! উহাতে যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিই তজ্জন্য দণ্ডার্হ। কিন্তু সন্ন্যাসীর দল আদৌ কোনরূপ পীড়ন বা লুণ্ঠন করে নাই; করিম খাঁর কবল

হইতে হিন্দু কুললনাকে উদ্ধার এবং নির্দ্দোষ দুর্গাদাস রায়কে সপুত্র মুক্ত করিয়াছে। দুর্গাদাস রায়কে হুজুরের দরবারে উপস্থিত করিয়া যথাযোগ্য বিচারের জন্ম এরূপ করা হইয়াছে। যদি দুর্গাদাস পলাতক হইতেন, যদি আমি হুজুরের দরবারে উপস্থিত না হইতাম, তাহা হইলে দস্যুতার অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারিত। করিম খাঁর নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া হুজুরের সমীপে বিচারার্থে দুর্গাদাসকে নীত করা কি অন্যায় কার্য্য হইয়াছে?

এরূপ সময়ে সহসা মেঘগর্জ্জনের ন্যায় কামান হইতে মহাশব্দে অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিল। সভাভঙ্গ হইয়া গেল। সিরাজুদ্দৌলা যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*:*:*—

পুণ্যের জয়।

দ্বারপাল জগন্নাথ সিংহের পরামর্শক্রমে মুশলমান সেনা কলিকাতায় প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল। ইংরেজ বণিকের উপর তখন জগন্নাথ সিংহের বিজাতীয় ক্রোধ হইয়াছিল। জগন্নাথ সিংহ উমিচাঁদের বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। প্রভুর সর্ব্বনাশে তাহার হৃদয় কাঁদিবে, জিঘাংসা বৃত্তি প্রবলা হইবে, বিচিত্র ব্যাপার নহে।

কি করিয়া ইংরেজ সেনা পরাজিত হইল, নবাব সেনা কিরূপে ইংরেজ দুর্গ অধিকার করিল—কাপুরুষ ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড ও ম্যানিংহাম কিরূপে সর্ব্বাগ্রে পলায়ণ করিল, ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন, সুতরাং সে সকলের বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। সন্ধ্যার প্রাক্কালে নবাব সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজের দুর্গে সভা আহ্বান করিলেন। সেনাপতি মির্জাফর, রাজা রাজবল্লভ প্রমুখ প্রধান অমাত্যবর্গ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। করিম খাঁকে কিন্তু কেহ দেখিতে পাইল না।

প্রথমেই হলওয়েল প্রমুখ ইংরেজ বন্দীরা আনীত হইলেন। নবাব বাহাদুরের অনুমতিক্রমে হলওয়েল সাহেবের হস্তপদের বন্ধন মোচন করা হইল। যে ইংরেজ বণিককে শাস্তি প্রদানার্থ নবাব সিরাজুদ্দৌলা সশরীরে যুদ্ধক্লেশ সহ্য করিয়া কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, সকলেই মনে করিয়াছিল, সেই ইংরেজ বণিকদল বন্দীরূপে তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেই তিনি নৃশংসতার সহিত

তাহাদিগকে হত্যা করিবার আদেশ প্রদান করিবেন। কিন্তু তাহা না করিয়া বরং তৎপরিবর্ত্তে সহাস্যবদনে সদ্ব্যবহারে হলওয়েল প্রভৃতি সাহেবকে আপ্যায়িত করিতে ত্রুটী করিলেন না। সকলেই বিস্মিত হইল।

উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজ বণিক তাহাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার ফলে তাঁহা-দিগের হৃদয় প্রতিহিংসানলে দগ্ধ হইতেছিল—রোষে ক্ষোভে তাঁহারা ক্ষিপ্তবৎ হইয়াছিলেন। নবাবের সদাচরণ তাঁহাদিগের প্রীতিকর হইল না। তাঁহারা যুক্তকরে নবাব বাহাদুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! জনপালক! রাজরাজেশ্বর! এই ইংরেজ বণিক আমাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে, সপরিবারে বাস্তু বিদগ্ধ করিয়াছে—আমাদিগের জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। জাহাপনা! আমরা বিচারপ্রার্থী। ইহাদিগের যথোচিত দণ্ড বিধান করুন।"

নবাব সিরাজুদ্দৌলা মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "উহাদিগের যথেষ্ট শাস্তি কি হয় নাই? মানুষ মানুষের ন্যায়ই ব্যবহার করিবে। যদি এই দণ্ড উহাদিগের যথোচিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আমাদিগের সকলের দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা যিনি—সেই পরমেশ্বর উহাদিগকে আরও শাস্তি প্রদান করিবেন।" তাহার পর হলওয়েল সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সাহেব! ম্যানিংহাম ও ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড নামক তোমাদের দুইজন কর্ম্মচারী কোথায়?"

হলওয়েল সাহেব বলিলেন, "নবাবের সদাশয়তা প্রশংসনীয়। কিন্তু আমাদিগের উপর ইহারা অন্যায় দোষারোপ করিতেছে। স্বীকার করি, ইহাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে,

তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বথা অনুমোদনীয় নহে—কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশে—অন্যের কুমন্ত্রণায়—যদি আমাদিগের পদস্খলন হইয়া থাকে, তজ্জন্য সকলকে সমভাবে দোষী করা কখনই ন্যায়সঙ্গত নহে। আমরা আমাদিগের দোষ খণ্ডনের জন্য মিথ্যা কথার অবতারণা করিতেছি না। ইংরেজ জাতি মিথ্যা কহিতে জানে না। আমরা জীবনের জন্য কাতর নহি—মিথ্যা কথা বলিয়া জীবন রক্ষা করিতেও প্রয়াসী নহি। যদি জীবনের মায়াই আমাদিগের প্রবল হইত, যদি দুর্গসংস্কার, অথবা অন্যান্য কার্য্য—যাহার জন্য আমাদিগের বিরুদ্ধে নবাব বাহাদুর ক্রুদ্ধ হইয়া এই যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন—অন্যায় ও দোষজনক বলিয়া বিবেচনা করিতাম—তাহা হইলে যুদ্ধায়োজনে আমরা প্রবৃত্ত হইতাম না, রণস্থলে উপস্থিত হইতাম না—প্রাণভয়ে গললগ্নীকৃতবাসে নবাব বাহাদুরের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রাণভিক্ষা করিতাম। উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভের বিরুদ্ধে যেরূপ প্রমাণ আমরা পাইয়াছিলাম, আমাদিগকে উঁহাদিগের বিরুদ্ধে যেরূপ অন্য লোকে বুঝাইয়াছিল, তাহাতে উঁহাদিগকে বন্দীস্বরূপ দুর্গ মধ্যে অবরোধ করা কোনমতেই অনুচিত হয় নাই। আমরা যাহা করিয়াছি, তাহা অস্বীকার করিতেছি না। ম্যানিংহাম ও ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যদি মরিতে হয়, কীট পতঙ্গের ন্যায় আমাদিগকে যেন মারা না হয়, যাহাতে মানুষের মত—বীরের মত—আমরা মরিতে পারি, এরূপ আদেশ করিবেন; ইহাই আমাদিগের অন্তিমকালের অনুরোধ।"

সিরাজুদ্দৌলা হাসিয়া বলিলেন, "না—না। তোমাদিগের প্রাণদণ্ড হইবে না।" এই সময়ে দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, দুর্গাদাস রায় ও কতিপয় সন্ন্যাসী আহত করিম খাঁকে সভাস্থলে ধরাধরি করিয়া

আনিলেন। করিম খাঁ সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিল, তাহার আর বাঁচিবার আশা ছিল না। করিম খাঁকে তদবস্থায় দেখিয়া নবাব ত্রস্তভাবে করিম খাঁর নিকটে আসিলেন। করিম খাঁর সেবা শুশ্রূষায় দুর্গাদাস রায় ব্যাপৃত ছিলেন। যে দুর্গাদাস রায় করিম খাঁর প্রাণনাশ করিতে এক সময়ে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, সেই দুর্গাদাস রায় আজি সেই করিম খাঁর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন না করিয়া, পিতা যেরূপ রোগাক্রান্ত পুত্রের সেবা করে, তদ্রূপ যত্ন সহকারে সেবানিরত হইয়াছেন, ইহা নিশ্চয়ই বিস্ময়ের বিষয়!

মনুষ্য-হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তির অধিকার যতই প্রবল হউক না কেন, অতি নিভৃত স্থানে—ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায়—সদ্‌গুণাবলী নিহিত থাকেই থাকে। সময়, কাল, পাত্র উপস্থিত হইলে তাহা প্রকাশ পায়। পাষাণ-প্রাণ পর্ব্বতের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া নির্ঝরিণী যেরূপ প্রবাহিতা হইয়া থাকে, দুষ্ক্রিয়াসক্ত মনুষ্যের হৃদয়েও তদ্রূপ প্রচ্ছন্নভাবে সদ্‌গুণের অমৃত-ধারা বহিয়া থাকে। সুবিধা পাইলেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। করিমের তাহাই হইল। করিমের হৃদয়ের গুহ্য প্রদেশ-জাত সদ্‌গুণের সুধালহরী চক্ষু ভেদ করিয়া ঝরিতে লাগিল। মুমূর্ষুপ্রায় করিম কথা কহিবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করিল—কিন্তু পারিল না। তাহার এই প্রয়াসে ক্ষত স্থান হইতে আবার রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। করিম তাহাতেও যেন কাতর হইল না—তাহার বদনমণ্ডলে যেন স্বর্গের আভা বিকীর্ণ হইল—চক্ষুর্দ্বয় যেন অব্যক্ত ভাষায় কত কথা কহিতে লাগিল। করিম অবশেষে "সাহানসা!—আমি চলিলাম—কিন্তু—দুর্গাদাস রায়কে—পুনরায়—পূর্ব্ব সম্পত্তির—অধিকারী করিবেন। আমি—পাপী—অপরাধী—ক্ষ—মা—"এই কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিল। হায় মানব! মদমত্তাবস্থায় যখন

ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া থাক, তখন বিবেকের দংশন ভুলিয়া যাও, পৃথিবীটা যেন নরকের নাট্যশালা বলিয়া মনে করিয়া থাক ; তখন একবারও ভাব না যে, এই দেহাভিমান, এই সৌন্দর্য্যাভিমান, এই ঐশ্বর্য্যগরিমা, এই বলদৃপ্ততা—ছায়াবাজীর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা। এই সংসারকে তৃণস্বরূপ জ্ঞান করা যে নিতান্ত ভ্রান্ত-বুদ্ধির কর্ম্ম, তাহা ভুলিয়া যাও। সংসারের নশ্বরত্বসম্বন্ধে কোন কথাই তখন মনোমধ্যে উদয় হয় না। তুমি যে বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তাহা স্মৃতিপথে জাগরূক হয় না।

করিমের মৃত্যুতে সভাস্থলে উপস্থিত প্রায় সকলেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। দুর্গাদাস রায়ও কাঁদিতে লাগিলেন। ইহাকেই ভূস্বর্গ বলে। যেখানে কুপ্রবৃত্তির বিলয় হয়—করুণায় জগৎ প্লাবিত হয়—দুশ্চিন্তা ও রিপুতাড়নায় মানুষ ব্যস্ত হয় না—স্বর্গীয়ভাবে সকলেই বিভোর হয়—সকল মানব-হৃদয় যেন একসূত্রে, একতন্ত্রীতে গ্রথিত বলিয়া মনে হয়, সার্ব্বভৌম প্রেমের পূর্ণ বিকাশ হয়—সেই খানে স্বর্গ সমুদিত হয় বলিলে অন্যায় হয় কি? সিরাজের সভাস্থল—করিমের মৃত্যুতে তদ্রূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

পরিশিষ্ট।

করিম মরিল। উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভের প্রয়োচনায় নবাব সিরাজুদ্দৌলা এবং তাঁহার কর্ম্মচারীরা হলওয়েল প্রমুখ কতিপয় ইংরেজ বণিককে মুর্শিদাবাদে লইয়া গেলেন। নবাবের আদেশে দুর্গাদাস রায় আবার পূর্ব্ব সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। নবাবের কৃপায় উমিচাঁদের প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।

দেবানন্দ ব্রহ্মচারী যথাসময়ে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্ম যে মঠ প্রতিষ্ঠিত, সেই মঠে প্রেমের লীলা-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছে, সচ্চিদানন্দ ও পরমানন্দের সাধু হৃদয় কন্দর্প-শরজালে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। দুর্গাদাস রায়ের দুই কন্যার চিত্তও যে যুবক ব্রহ্মচারীদ্বয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, তাহা নহে। সংসারত্যাগী, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ দেবানন্দ স্বামী কখন প্রণয়পাশে বদ্ধ হন নাই। কাজেই সংসারের অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার বহুদর্শিতা থাকিলেও, কাম-প্রকোপ তিনি বুঝিতেন না। এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, প্রণয়ে গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হয়, বজ্র বিগলিত হয়, মরুতে মন্দাকিনী বহে। বুঝিলেন, পতঙ্গ-প্রকৃতি মানব প্রেমানলে কেন স্বেচ্ছায় ঝম্প প্রদান করে।

দেবানন্দ ব্রহ্মচারীর অনুমোদনক্রমে মাধবী ও লীলাবতীর সহিত যুবক ব্রহ্মচারীদ্বয়ের বিবাহ হইল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল তাহা-দিগের পৈতৃক বৈভব যথেষ্ট আছে—তাহারাও জমিদারের বংশধর। সুতরাং এই শুভ সম্মিলনে—পবিত্র পরিণয়ে—আনন্দ-স্রোত যে উথলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।